বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৫ই জুলাই, ২০০১/৩১শে আষাঢ়, ১৪০৮

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১৫ই জুলাই, ২০০১ (৩১শে আষাঢ়, ১৪০৮) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ-

২০০১ সনের ৪৭ নং আইন

The Co-operative Societies Ordinance, 1984 বাতিলক্রমে কতিপয় সংশোধনীসহ উহা পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু The Co-operative Societies Ordinance, 1984 (Ordinance No. 1 of 1985) বাতিলক্রমে কতিপয় সংশোধনীসহ উহা পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ-

১ম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম** ।- এই আইন সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা** ।- বিষয় বা প্রসংগের প্রয়োজনে ভিন্নরূপ না হইলে, এই আইনে-

১) "অধিদপ্তর" অর্থ ধারা ৫ এর উলিশিত সমবায় অধিদপ্তর ;

২) "অবসায়ক" অর্থ সমবায় সমিতির কার্যাবলী অবসায়নের জন্য ধারা ৫৪ এর অধীন নিয়োগকৃত ব্যক্তি ;

৩) "অর্থ সরবরাহকারী সংস্থা " অর্থ এমন একটি সমবায় সমিতি যাহা উহার সদস্য হউক বা না হউক অন্য কোন সমবায় সমিতিকে ঋণ প্রদানের জন্য গঠিত; এবং সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা অর্থ সরবরাহকারী সংস্থা হিসাবে ঘোষিত সংস্থাও এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত;

৪) "আপীল কর্তৃপক্ষ" অর্থ ধারা ৫০(৪) এর অধীন নিযুক্ত আপীল কর্তৃপক্ষ বা ধারা ২২ এর অধীনে ব্যবস্থাপনা কমিটি ভাংগিয়া দেওয়া বা কোন সদস্যকে বহিষ্কার এর ক্ষেত্রে, উক্ত সিদ্ধান্ত প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের পরবর্তী উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ ;

৫) "উপ-আইন" অর্থ নিবন্ধিত সমবায় সমিতির উপ-আইন এবং উহার সংশোধনীও এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত ;

৬) "কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাংক" অর্থ ধারা ৮(১)(খ) এর শর্তাংশে উলিশিত কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ;

৭) "কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি" অর্থ ধারা ৮(১)(খ) তে বর্ণিত কোন সমবায় সমিতি ;

৮) "জমি বন্ধকী ব্যাংক" অর্থ ধারা ৮(১)(ক) এর শর্তাংশে উলিশিত প্রাথমিক সমবায় সমিতি ;

৯) "জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন" অর্থ ধারা ৮(১)(ঘ) তে বর্ণিত কোন সমবায় সমিতি ;

১০) "জাতীয় সমবায় সমিতি" অর্থ ধারা ৮(১)(গ) তে বর্ণিত কোন সমবায় সমিতি ;

১১) "নিবন্ধক" অর্থ অধিদপ্তরের শীর্ষ কর্মকর্তা ; এবং এই আইন বা বিধির অধীনে নিবন্ধকের কার্যাবলী সম্পাদনের নিমিত্ত নিবন্ধকের নিকট হইতে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত ;

১২) "নিবন্ধন সনদ" অর্থ কোন সমবায় সমিতিকে ধারা ১০ এর অধীনে প্রদত্ত নিবন্ধন সনদ ;

১৩) "নিরীক্ষক" অর্থ কোন সমবায় সমিতির হিসাবপত্র নিরীক্ষার জন্য ধারা ৪৩ এর অধীনে নিযুক্ত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ;

১৪) "নির্ধারিত" অর্থ এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত ;

১৫) "প্রাথমিক সমবায় সমিতি" অর্থ ধারা ৮(১)(ক) তে বর্ণিত কোন সমবায় সমিতি ;

১৬) "ব্যবস্থাপনা কমিটি" অর্থ ধারা ১৮ এর অধীনে গঠিত কোন সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি ;

১৭) "বিক্রয় কর্মকর্তা" অর্থ ধারা ৬৩ এর অধীনে নিযুক্ত বিক্রয় কর্মকর্তা ;

১৮) "রিসিভার" অর্থ ধারা ৭৩ এর অধীনে নিযুক্ত রিসিভার ;

১৯) "সমবায় বর্ষ" বলিতে কোন ইংরেজী বৎসরের ১লা জুলাই তারিখ হইতে শুরু কারিয়া পরবর্তী বৎসরের ৩০শে জুন তারিখ পর্যন্ত সময়কে বুঝাইবে ;

২০) "সমবায় সমিতি" অর্থ এই আইনের অধীনে নিবন্ধিত বা নিবন্ধিত বলিয়া গণ্য কোন সমবায় সমিতি ;

২১) "সালিসকারী" অর্থ ধারা ৫০(৩) এর অধীনে নিযুক্ত সালিসকারী।

৩। **সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে কোম্পানী আইনের প্রয়োগ নিষিদ্ধ** । - কোন সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪সনের ১৮নং আইন) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

৪। **অব্যাহতি প্রদানের ক্ষমতা** । - সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, জনস্বার্থে -

ক) কোন নির্দিষ্ট সমবায় সমিতিকে বা উহাদের কোন শ্রেণীকে এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির সকল বা যে কোন বিধানের প্রয়োগ হইতে প্রজ্ঞাপনে নির্ধারিত কোন শর্ত সাপেক্ষে বা নি:শর্তভাবে অব্যাহতি দিতে পারিবে;

খ) নির্দেশ দিতে পারিবে যে, এই আইন বা তদধীন প্রণীত কোন বিধির কোন নির্দিষ্ট বিধান প্রজ্ঞাপনে উলিখিত শর্ত সাপেক্ষে প্রযোজ্য হইবে।

২য় অধ্যায়
সমবায় অধিদপ্তর

৫। **সমবায় অধিদপ্তর** ।-

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পুরণকল্পে সমবায় অধিদপ্তর নামে একটি অধিদপ্তর থাকিবে।

(২) অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় থাকিবে ঢাকায়।

(৩) সরকার প্রয়োজন মনে করিলে দেশের যে কোন স্থানে অধিদপ্তরের শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৬। **নিবন্ধক এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী** । -

(১) অধিদপ্তরের একজন নিবন্ধক থাকিবেন, যিনি নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর নামে অভিহিত হইবেন।

(২) নিবন্ধককে তাঁহার দায়িত্ব সম্পাদনে সহায়তা করার জন্য অধিদপ্তরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকিবে।

(৩) নিবন্ধকসহ অধিদপ্তরের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ এবং চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৭। **নিবন্ধক কর্তৃক ক্ষমতার্পণ** ।- নিবন্ধক এই ধারার অধীন তাঁহার ক্ষমতা ও দায়িত্ব ব্যতীতঅন্যান্য ধারার অধীন তাঁহার উপর অর্পিত ক্ষমতা ও দায়িত্ব অধিদপ্তরের যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে সংশিষ্ট ধারার বিধান সাপেক্ষে অর্পণ করিতে পারিবেন।

৩য় অধ্যায়
নিবন্ধন

৮। **সমবায় সমিতির শ্রেণী বিন্যাস** ।- (১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন নিবন্ধনযোগ্য সমবায় সমিতি সমুহ হইবে নিম্ন রূপ, যথা ঃ-

(ক) প্রাথমিক সমবায় সমিতি, অর্থাৎ এমন একটি সমবায় সমিতি যাহার সদস্য সংখ্যা হইতেছে ন্যুনতম ২০(কুড়ি) জন একক ব্যক্তি (Individual) এবং যাহার উদ্দেশ্য হইতেছে বৈধ উপায়ে সমিতির সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ সমিতি উহার সদস্যদের জমি বন্ধক নিয়া ঋণ প্রদানের জন্য গঠিত হইলে উহা জমি বন্ধকী ব্যাংক নামেও অভিহিত হইবে;

(খ) কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি, অর্থাৎ এমন একটি সমবায় সমিতি যাহার সদস্য হইতেছে একইরূপ অন্তত ১০(দশ)টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি এবং যাহার উদ্দেশ্য হইতেছে উক্ত সদস্য সমিতিগুলির কাজ- কর্ম সুষ্ঠভাবে পরিচালনায় সহায়তা প্রদান এবং সমন্বয় সাধন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, জমি বন্ধকী ব্যাংক নামক প্রাথমিক সমবায় সমন্বয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাংক নামেও অভিহিত হইবে ;

(গ) জাতীয় সমবায় সমিতি, অর্থাৎ এমন একটি সমবায় সমিতি যাহার সদস্য হইতেছে একই উদ্দেশ্য সম্বলিত অন্ত তঃ ১০(দশ)টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি, এবং যাহার উদ্দেশ্য হইতেছে সারা দেশব্যাপী উক্ত সদস্য সমিতিগুলির কাজ-কর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সহায়তা প্রদান এবং সমন্বয় সাধন।

ব্যাখ্যাঃ- সমগ্র বাংলাদেশের জন্য একই উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় সমবায় সমিতি নিবন্ধন করা যাইবে ;

(ঘ) জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন, অর্থাৎ এমন একটি সমবায় সমিতি যাহার সদস্য হইতেছে কেন্দ্রীয় ও জাতীয় সমবায় সমিতি।

(২) এই আইন প্রবর্তনের পুর্বে নিবন্ধিত কোন সমবায় সমিতির সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে উপধারা (১) এর দফা (ক), (খ),(গ) বা (ঘ) এর ব্যত্যয় ঘটিয়া থাকিলে উক্ত সমিতির নিবন্ধন এই ধারা বলে ক্ষুন্ন হইবেনা, তবে এই আইন প্রবর্তনের পর উক্ত উপধারার বিধান ক্ষুন্ন করিয়া কোন সমবায় সমিতিতে সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা যাইবেনা।

৯। **নিবন্ধন ব্যতীত 'সমবায়' শব্দ ব্যবহার নিষিদ্ধ।-** (১) এই আইন অনুযায়ী সমবায় সমিতি হিসাবে নিবন্ধিত বা অনুমোদিত না হইলে কোন ব্যক্তি, ব্যক্তিসংঘ, সংগঠন বা সমিতি উহার নামের অংশ হিসাবে সমবায় বা Cooperative শব্দটি ব্যবহার করিবেন না।

(২) কোন ব্যক্তি উপধারা(১) এর বিধান লংঘন করিলে অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদন্ডে বা অনধিক ৫০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা অর্থ দন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

১০। **সমবায় সমিতির নিবন্ধন।-** (১) সমবায় সমিতির নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত ফরমে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, নির্ধারিত ফি, সমিতির প্রস্তাবিত উপ-আইনের ৩টি কপি এবং নির্ধারিত অন্যান্য কাগজপত্রসহ নিবন্ধকের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপধারা (১) এর অধীন পেশকৃত আবেদন সম্পর্কে নিবন্ধক যদি সন্তুষ্ট হন যে, আবেদনকারী সমিতি এই আইন ও বিধি অনুযায়ী নিবন্ধনযোগ্য একটি সমবায় সমিতি, তাহা হইলে তিনি আবেদনটি প্রাপ্তির ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে উহা মঞ্জুর করতঃ নিবন্ধন সনদ ইস্যু করিবেন অথবা নামঞ্জুরের কারণ উলেস্নখপূর্বক উক্ত সিদ্ধান্ত অবিলম্বে আবেদনকারীকে লিখিতভাবে জানাইয়া দিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উপরোক্ত সময় সীমার মধ্যে নিবন্ধন সনদ ইস্যু করা না হইলে অথবা সিদ্ধান্ত আবেদনকারীকে জানানো না হইলে, সংশিষ্ট সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) উপধারা (২) এর অধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে নিবন্ধক কোন আবেদন প্রাপ্তির পর অনধিক ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে আবেদনকারীর নিকট প্রয়োজনীয় তথ্য ও কাগজপত্র চাহিতে পারিবেন এবং প্রয়োজনবোধে স্থানীয় তদন্ত করিতে পারিবেন।

(৪) উপধারা (২) এর অধীনে কোন আবেদন না মঞ্জুর করা হইলে আবেদনকারী না মঞ্জুর হওয়া সংক্রান্ত লিখিত স্মারক জারী করার তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের পরবর্তী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করিতে পারিবেন, এবং নামঞ্জুরের সিদ্ধান্ত টি নিবন্ধক স্বয়ং প্রদান করিয়া থাকিলে উক্ত সময়সীমার মধ্যে তাহার নিকট আবেদনটি পূনঃবিবেচনার জন্য পেশ করিতে হইবে।

(৫) উপধারা (৪) এর অধীনে পেশকৃত আপীল বা পুনঃবিবেচনার আবেদন ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিস্পত্তি করিয়া সংশিষ্ট সিদ্ধান্ত আবেদনকারী এবং নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং এই সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

১১। **নিবন্ধন সনদ।-** ধারা ১০ এর অধীনে পেশকৃত নিবন্ধনের কোন আবেদন, আপীল বা পূনঃ বিবেচনার আবেদন মঞ্জুর করা হইলে নিবন্ধক আবেদনকারীর বরাবরে নির্ধারিত ফরমে একটি নিবন্ধন সনদ ইস্যু করিবেন এবাং এই সনদ উক্ত সমিতির নিবন্ধনের ব্যাপারে চূড়ান্ত প্রামাণ্য দলিল হিসাবে গণ্য হইবে।

১২। **নিবন্ধনের শর্তাবলী।** - (১) কোন সমবায় সমিতি নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে পেশকৃত আবেদনের সহিত সংযুক্ত উপ-আইনের খসড়া, এই আইন ও বিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নিবন্ধক সংশোধনের জন্য আবেদনকারীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(২) ধারা ১০ এর অধীনে নিবন্ধনের আবেদন মঞ্জুর করা হইলে নিবন্ধক সমবায় সমিতির বরাবরে নিবন্ধন সনদ ইস্যু করার সময় দাখিলকৃত বা, ক্ষেত্রমত, সংশোধিত উপ-আইনের তিনটি কপির প্রতি পৃষ্ঠা তাহার স্বাক্ষর ও সীল যুক্ত করিয়া দুইটি কপি আবেদনকারীকে ফেরত দিবেন এবং একটি তাহার কার্যালয়ে সংরক্ষণ করিবেন।

(৩) কোন শ্রেণীর সমবায় সমিতির নিবন্ধনের ব্যাপারে সরকার প্রয়োজন মনে করিলে বিধি দ্বারা নির্ধারিত শর্তাবলী আরোপ করিতে পারিবে।

১৩। **উপ-আইন সংশোধন ইত্যাদি।-** (১) নিবন্ধিত সমবায় সমিতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহার অনুমোদিত উপ-আইন

সংশোধন বা সম্পূর্ণরূপে বাতিল করিয়া নতুন ভাবে প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং এইরূপ সংশোধন বা পূন: প্রণীত উপ-আইনের খসড়া প্রাপ্তির তারিখ হইতে ষাট দিনের মধ্যে নিবন্ধক অনুমোদন করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সময় সীমার মধ্যে প্রস্ত াবিত সংশোধন বা পূনঃ প্রণীত উপ-আইন অনুমোদন করা না হইলে উহা সংশোধিত বা ক্ষেত্রমত পূনঃ প্রণীত হইয়াছে বলিয়া গন্য হইবে।

(২) প্রত্যেক সমবায় সমিতি উহার উপ-আইন, হাল নাগাদ সংশোধনীসহ, যদি থাকে, মুদ্রণ করিয়া সকল সদস্যের নিকট, সমিতি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে, বিতরণের ব্যবস্থা করিবে।

৪র্থ অধ্যায়

সমবায় সমিতির আইনগত মর্যাদা, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

১৪। **প্রত্যেক সমবায় সমিতি একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা**।- (১) এই আইনের অধীনে নিবন্ধিত প্রত্যেক সমবায় সমিতি হইবে স্বতন্ত্র আইনগত সত্বা বিশিষ্ট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা (body corporate) যাহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা থাকিবে, উহার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যে কোন ধরনের সম্পদ অর্জন, ধারণ, হস্ত ান্ত র করার এবং চুক্তি করার অধিকার থাকিবে; সমিতির একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং সমিতি উহার নিজ নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে উহার বিরু দ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

(২) নিবন্ধিত সমবায় সমিতির সাধারণ সীলমোহর কাহার তত্ত্বাবধানে থাকিবে, কোন্ কোন্ দলিলে ও কোন্ কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে সীলমোহর দ্বারা সীল দিতে হইবে তাহা উপ-আইন দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৫। **সমবায় সমিতির শেয়ার মুলধন ও শেয়ার সম্পর্কে সদস্যগণের দায় দায়িত্ব**।- (১) এই আইনের অধীনে নিবন্ধন যোগ্য প্রত্যেকটি সমবায় সমিতির শেয়ার মূলধন থাকিবে যাহা সংশিষ্ট সমবায় সমিতির উপ-আইনে নির্ধারিত মুল্যমানের এবং নির্ধারিত সংখ্যক শেয়ারে বিভক্ত থাকিবে।

(২) সমবায় সমিতির প্রত্যেক সদস্য অন্ত ত একটি শেয়ার ক্রয় করিয়া উক্ত শেয়ারের নামিক মুল্য (Face Value) অবিলম্বে পরিশোধ করিবেন অন্যথায় তিনি সদস্য হইতে পারিবেন না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, -

(ক) কোন ব্যক্তি কোন সমবায় সমিতির মোট শেয়ার মুলধনের একপঞ্চমাংশের অধিক শেয়ার ক্রয় করিতে পারিবেন না;

(খ) সরকার কোন সমবায় সমিতির সদস্য হইলে উহার ক্ষেত্রে দফা (ক) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) কোন সমবায় সমিতির শেয়ার সমিতির নিকট ফেরৎযোগ্য হইবে না বা সমিতি উক্ত শেয়ার ক্রয় বা উহার পরিবর্তে অর্থ বা অন্য কোন সম্পদ উক্ত সদস্যকে পরিশোধ করিতে পারিবে না;

তবে শর্ত থাকে যে, কোন সমবায় সমিতির সদস্য পদ যদি উহার উপ-আইন অনুসারে কোন সরকারী বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা কোন শিল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বেতনভোগী কর্মচারী বা শ্রমিকদের মধ্যে সীমিত রাখা বাধ্যতামুলক হয়, তাহা হইলে উক্ত সদস্যগণের ধারণকৃত শেয়ারের ক্ষেত্রে এই উপধারায় বর্ণিত নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হইবে না।

(৪) কোন সদস্য তাহার শেয়ার সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির পুর্ব সম্মতিক্রমে উপ-আইন অনুসারে হস্তান্তর করিতে পারিবে।

(৫) সমবায় সমিতির অবসায়নের সময় উহার দায় দায়িত্ব পরিশোধের ক্ষেত্রে সমিতির পরিসম্পদে ঘাটতি থাকিলে উহা পারিশোধের জন্য সদস্যগণ তাহাদের নিজ নিজ শেয়ারের অনুপাতে দায়ী থাকিবেন।

১৬। **সমবায় সমিতির চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ**।- (১) এই আইন, বিধি এবং উপ-আইনের শর্ত সাপেক্ষে প্রত্যেক সমবায় সমিতির চূড়ান্ত কর্তৃত্ব উহার সাধারণ সভার উপর বর্তাইবে।

(২) সাধারণ সভা আহবান এবং ইহার কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে এই আইন, বিধি ও উপ-আইন অনুসরণ করিতে হইবে।

১৭। **বার্ষিক সাধারণ সভা ও বিশেষ সাধারণ সভা**।- (১) সমবায় সমিতি উহার সদস্যগণের সমন্বয়ে দুই প্রকার সভা অনুষ্ঠান করিতে পারে, যথা:- বার্ষিক সাধারণ সভা ও বিশেষ সাধারণ সভা।

(২) ব্যবস্থাপনা কমিটি সমবায় সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা বৎসরে একবার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিবে; এবং অন্য যে কোন সাধারণ সভা বিশেষ সাধারণ সভা নামে অভিহিত হইবে; উভয় প্রকারের সাধারণ সভা এই আইন ও বিধি অনুসারে অনুষ্ঠিত হইবে, তবে সমিতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুসারে উপ-আইনেও এই ব্যাপারে অতিরিক্ত বিধান থাকিতে পারে।

(৩) প্রত্যেক প্রাথমিক সমবায় সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা বিধি দ্বারা নির্ধারিত তারিখে এবং অন্যান্য সমবায় সমিতি সমূহের বার্ষিক সাধারণ সভা প্রতি সমবায় বর্ষ শেষ হওয়ার ষাট দিনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) সাধারণ সভার কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ :-

(ক) বিগত বার্ষিক সাধারণ সভা সহ বিশেষ সাধারণ সভার কার্য বিবরণী অনুমোদন;

(খ) ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রমের উপর বাৎসরিক রিপোর্ট পর্যালোচনা;

(গ) বার্ষিক হিসাব বিবরণী বিবেচনা ও অনুমোদন ;

(ঘ) উদ্বৃত্তপত্র ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা;

তবে শর্ত থাকে যে, নিরীক্ষিত উদ্বৃত্তপত্রের এক কপি সাধারণ সভার নোটিশের সাথে প্রত্যেক সদস্যের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে;

(ঙ) পরবর্তী আর্থিক বৎসরের জন্য প্রাক্কলিত বাজেট পর্যালোচনা ও অনুমোদন;

(চ) ঋণ গ্রহণের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ;

(ছ) সমবায় সমিতির কোন সদস্য বা কর্মচারী কর্তৃক কোন অভিযোগ বা সদস্যপদ সংক্রান্ত বিষয়ে সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ত্রিশ দিন পুর্বে কোন নোটিশ সমিতিতে দাখিল করা হইলে উক্ত বিষয়ে শুনানী, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(জ) সমবায় সমিতির কর্মচারী নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়, তাহাদের বেতন নির্ধারণ ও সার্ভিস রুল অনুমোদন;

(ঝ) সমিতির নিরীক্ষা প্রতিবেদন বা তদন্ত রিপোর্টে উলিখিত বিষয়ে নিবন্ধকের বরাবরে প্রেরণের জন্য পরিপালন পত্র অনুমোদন;

(ঞ) ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠান বা ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল বা বিশেষ কোন সদস্যের বহিস্কার বা সমিতির অন্য কোন সদস্যকে বহিষ্কার ;

(ট) উপ-আইন সংশোধন বা পুন:প্রণয়ন।

(৫) যে সকল সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা একশত বা ইহার কম, সেই সকল সমবায় সমিতির সাধারণ সভার কোরাম হইবে মোট সদস্য সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ; এবং সদস্য সংখ্যা একশত এর অধিক কিন্তু এক হাজারের কম হইলে কোরামের জন্য সদস্য সংখ্যা হইবে মোট সদস্য সংখ্যার এক চতুর্থাংশ; এবং একহাজার বা তাহার অধিক সদস্য বিশিষ্ট সমিতির সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার এক পঞ্চমাংশ সদস্যের উপস্থিতি।

(৬) আইন ও বিধি মোতাবেক যথাসময়ে সাধারণ সভা অনুষ্ঠানে ব্যর্থ হইলে তজ্জন্য দায়ী ব্যবস্থাপনা কমিটির সংশিষ্ট সদস্য বা সদস্যগণ উক্ত সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির পরবর্তী নির্বাচনে সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে তিন বৎসরের জন্য অযোগ্য বলিয়া নিবন্ধক আদেশ দিতে পারিবেন।

(৭) ধারাবাহিকভাবে পর পর তিন বৎসর যদি কোন সমবায় সমিতির সাধারণ সভায় কোরাম না হয়, তবে ঐ সমিতি অবসায়নের যোগ্য বলিয়া নিবন্ধক আদেশ দিতে এবং প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন, তবে পর পর দুই বৎসর কোরাম অর্জনে ব্যর্থ সমিতিকে নিবন্ধক এই বিষয়ে সর্তক করিয়া দিবেন।

(৮) কোন সমিতির বিশেষ সাধারণ সভা আহবান করিতে হইবে, যদি-

(ক) এই আইনের বিধান অনুসারে উক্ত সভা আহবানের প্রয়োজন হয়;

(খ) ব্যবস্থাপনা কমিটি কোন বিশেষ কারণে উক্ত সভা আহবান প্রয়োজনীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে;

(গ) অনধিক পাঁচশত সদস্য বিশিষ্ট সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে একতৃতীয়াংশ এবং অন্যান্য সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে একপঞ্চামাংশ সদস্য লিখিতভাবে ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট আবেদন করেন;

(ঘ) এইরূপ সভা আহবানের জন্য নিবন্ধকের নির্দেশ থাকে।

(৯) নিবন্ধক বা তৎকর্তৃক লিখিত নির্দেশবলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কোন সমিতির বিশেষ সাধারণ সভা আহবান করিতে পারিবেন যদি ঐ সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি নিবন্ধকের নির্দেশে বা সদস্যদের লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে সাধারণ সভা আহবান করিতে ব্যর্থ হয়।

(১০) সাধারণ সভা বা বিশেষ সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থাপনা কমিটির যে কোন বা সকল নির্বাচিত সদস্যকে বহিস্কার করা যাইবে যদি এতদুদ্দেশ্যে উক্ত সাধারণ সভা আহবান করা হয়; তবে এইরূপ সিদ্ধান্ত অবশ্যই সভায় উপস্থিত দুই তৃতীয়াংশ সদস্য কর্তৃক সমর্থিত হইতে হইবে।

(১১) যে সাধারণ সভায় ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন সদস্য বহিষ্কৃত হন সেই সভাতেই অপর একজন সদস্যকে তদস্থলে নির্বাচন করিতে হইবে এবং তিনি বা তাঁহারা উক্ত কমিটির অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হইবেন।

(১২) উপ-ধারা (৪) এ উলিখিত যে কোন বিষয়ে বিশেষ সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইবে।

১৮। **ব্যবস্থাপনা কমিটি**।-_(১) প্রত্যেক সমবায় সমিতির যাবতীয় ক্ষমতা এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব এই আইন, বিধি ও উপ আইন মোতাবেক গঠিত একটি ব্যবস্থাপনা কমিটির উপর ন্যাস্ত থাকিবে এবং সাধারণ সভায় সম্পাদনযোগ্য কার্য ব্যতীত সমিতির সকল কার্য উক্ত কমিটি সম্পাদন করিবে।

(২) উপ-আইনে নির্ধারিত সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হইবে, এবং তাঁহারা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে

সাধারণ সভায় নির্বাচিত হইবেন ঃ
তবে শর্ত থাকে যে,
(ক) নিবন্ধনের সময় নিবন্ধক তৎকর্তৃক অনুমোদিত উপ-আইন অনুসারে প্রথম ব্যবস্থাপনা কমিটি অনুমোদন করিবেন;

(খ) (সংশোধিত, ২০০২) যেই সকল সমবায় সমিতির পরিশোধিত শেয়ার মুলধনের ৫০% এর অধিক সরকারের মালিকানায় আছে বা যেই সকল সমবায় সমিতির মোট ঋণের বা অগ্রিমের ৫০% এর অধিক সরকার প্রদান করিয়াছে বা উক্ত সমিতির গৃহীত ঋণের ব্যাপারে সরকারের গ্যারান্টি রহিয়াছে, সেই সকল ক্ষেত্রে নিবন্ধক প্রাথমিক সমবায় সমিতি ও কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির এবং সরকার জাতীয় সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির একতৃতীয়াংশ সদস্য মনোনয়ন করিবেন।

(৩) কোন সমবায় সমিতি নিবন্ধন কালে নিবন্ধক কর্তৃক নিয়োগকৃত প্রথম ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদ হইবে এক বৎসর। এই মেয়াদের মধ্যে নিয়োগকৃত ব্যবস্থাপনা কমিটি সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া নিয়মিত কমিটি গঠন করিবে।

(৪) (সংশোধিত, ২০০২) নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটি উহার প্রথম অনুষ্ঠিত সভার তারিখ হইতে তিন বৎসর মেয়াদের জন্য দায়িত্ব পালন করিবে এবং উক্ত কমিটি উহার মেয়াদ পুর্তির পুর্বে পরবর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন করিবে।

(৫) (সংশোধিত, ২০০২) উপ-ধারা (৩) এবং (৪) এ বর্ণিত মেয়াদকালের মধ্যে ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন করা না হইলে মেয়াদ পুর্তির সাথে সাথেই উক্ত কমিটি বিলুপ্ত হইবে এবং নিবন্ধক সংশিষ্ট সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা নির্বাহ ও নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সমিতির সদস্য বা সরকারী কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ৯০(নব্বই) দিনের জন্য একটি অন্ত বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি নিয়োগ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, বিলুপ্তকৃত ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন সদস্য অন্ত বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হিসাবে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না।

(৬) (সংশোধিত, ২০০২) অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি বিশেষ সাধারণ সভা আহবান করিয়া উপ-ধারা (৫) এ বর্ণিত মেয়াদকালের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিবে এবং নির্বাচিত কমিটির নিকট অবিলম্বে দায়িত্বভার হস্ত ান্ত র করিবে।

(৭) (সংশোধিত, ২০০২) অন্ত র্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি ধারা (৬) এ বর্ণিত মেয়াদের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করিতে ব্যর্থ হইলে মেয়াদ পুর্তির সাথে সাথেই উক্ত কমিটি বিলুপ্ত হইবে এবং নিবন্ধক উপ-ধারা (৫) ও (৬) এ উলিখিত শর্ত ও সময়ের জন্য পূনরায় একটি অন্ত র্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বিলুপ্তকৃত ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ পরবর্তী কোন অন্ত বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হিসাবে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না।

(৮) (সংশোধিত, ২০০২) ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচিত সদস্য হিসাবে একাদিক্রমে দুইটি মেয়াদ পুর্ণ করিয়াছে এমন কোন সদস্য উক্ত মেয়াদের অব্যবহিত পরবর্তী একটি মেয়াদের নির্বাচনে প্রার্থী হইবার যোগ্য হইবেন না।"

১৯। **ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হওয়ার যোগ্যতা** ।-(১) প্রাথমিক সমবায় সমিতির কোন সদস্য ঐ সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইবার বা সদস্য পদে বহাল থাকিবার যোগ্য হইবেন না যদি নি বর্ণিত যে কোন অবস্থা তাহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় অর্থাৎ যদি তিনি

(ক) ২১ বৎসর বয়স্ক না হন ;
(খ) (সংশোধিত, ২০০২) বাতিল
(গ) নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ পর্যন্ত অব্যাহভাবে অন্তত ১২ মাস ব্যাপী সমিতির সদস্য হিসাবে বহাল না থাকেন;
(ঘ) কোন ফৌজদারী অপরাধের কারণে দোষী সাব্যস্ত হইয়া দুই বৎসর বা ততোধিক মেয়াদের জন্য কারাদন্ডে দন্ডিত হইয়া থাকেন এবং কারাভোগের পর পাঁচ বৎসর সময় অতিবাহিত না হয়;
(ঙ) কোন সমবায় সমিতি বা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ, অগ্রিম, গৃহীত পণ্যের মুল্য বা অন্য যে কোন পাওনা বা পাওনার কিস্তি পরিশোধের ক্ষেত্রে খেলাপি হিসাবে চিহ্নিত হন;
(চ) ব্যবস্থাপনা কমিটির বা কোন সদস্যের অধীনে বা সমিতির অধীনে বেতনভোগী কর্মচারী হন বা সমিতির আওতাধীন কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত হন;

তবে শর্ত থাকে যে, শুধুমাত্র শ্রমিক বা কারিগর সমন্বয়ে গঠিত সমবায় সমিতি শুধুমাত্র ড্রাইভার, হেলাপার বা কন্ডাক্টর সমন্বয়ে গঠিত সমবায় সমিতি বা কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী সমন্বয়ে গঠিত কর্মচারী সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে এই দফা প্রযোজ্য হইবে না ;
(ছ) সমিতির কোন কাজের জন্য ঠিকাদার হন বা লাভজনকভাবে সমিতিকে কোন সামগ্রী সরবরাহ করেন;

(জ) যথাপোযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া বা অপ্রকৃতস্থ ঘোষিত হন।

(২) কোন ব্যক্তি কোন কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সমবায় সমিতি বা জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হইবার বা উক্ত পদে বহাল থাকিবার অযোগ্য হইবেন, যদি-

(ক) উপধারা (১) উলিখিত পরিস্থিতি তাহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় ;

(খ) তিনি উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্ববর্তী তিন বৎসর যাবৎ অব্যাহতভাবে সংশিষ্ট প্রাথমিক সমবায় সমিতির সদস্য না থাকেন এবং এই তিন বৎসরে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত না থাকেন ; অথবা,

(গ) তিনি সংশিষ্ট প্রাথমিক সমবায় সমিতি বা, ক্ষেত্রমত, কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সমবায় সমিতির পাওনা পরিশোধের ক্ষেত্রে উক্ত সমিতি কর্তৃক খেলাপি হিসাবে চিহ্নিত হন; অথবা,

(ঘ) তিনি যে সমিতির প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন সেই সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতা প্রাপ্ত না হন।

(৩) কোন সমিতিতে সরকারের শেয়ার থাকিলে এবং উহার ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সদস্য হিসাবে সরকার কোন ব্যক্তিকে মনোনয়ন দিলে তাহার ক্ষেত্রে উপধারা (১) বা (২) এর বিধান প্রযোজ্য হইবেনা।

২০। **শুন্য পদ পূরণ**।- (১) ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন সদস্যপদ শুন্য হইলে অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য সমিতির কোন সদস্যকে শুন্যপদে ব্যবস্থাপনা কমিটি কো-অপ্ট করিবে।

(২) কোন সমবায় সমিতির নির্বাচনে কোরাম সংখ্যক সদস্য নির্বাচিত না হইলে বিদ্যমান কমিটি সম্ভব হইলে উহার মেয়াদের মধ্যে বা, ক্ষেত্রমত, নিবন্ধক কর্তৃক গঠিত অন্ত র্বর্তী কমিটি উক্ত নির্বাচনের ত্রিশ দিনের মধ্যে বিশেষ সাধারণ সভা আহবান করিয়া ব্যবস্থাপনা কমিটির বাকী পদসমুহে নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবে।

২১। (সংশোধিত, ২০০২) - **সমবায় সমিতির কার্যাবলী পরিচালনার নিমিত্ত সরকারী কর্মচারী প্রেষণে নিয়োগের ক্ষমতা**। - সরকার, প্রয়োজনবোধে, তদকর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলী সাপেক্ষে কোন সরকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে সমবায় সমিতির কার্যাবলী নির্বাহের নিমিত্তে সমবায় সমিতির চাকুরীতে প্রেষণে নিয়োগ করিতে পারিবে।"

২২। **ব্যবস্থাপনা কমিটি ভংগকরণ, দোষী সদস্যের বহিষ্কার ইত্যাদি**।- (১) অষ্টম অধ্যায়ের অধীন সম্পাদিত নিরীক্ষা বা অনুষ্ঠিত তদন্তে র ভিত্তিতে নিবন্ধক যদি সন্তুষ্ট হন যে, কোন সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা এই আইন, বিধি বা উপ-আইনের বিধান লংঘন করিয়া সম্পন্ন হইতেছে বা হইয়াছে এবং উক্ত লংঘনের ফলে সমিতির সাধারণ সদস্যদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হইয়াছে বা হইবে বা সমিতি দেউলিয়া হইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহা হইলে নিবন্ধক সংশিষ্ট ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্তসার ও কারণ উলেখ করিয়া উক্ত পরিস্থিতির জন্য নিবন্ধকের বিবেচনায় দায়ী সদস্য বা সদস্যগণকে বহিষ্কারের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ সাধারণ সভা আহবানের জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটিকে নির্দেশ দিবেন এবং তদানুসারে ব্যবস্থাপনা কমিটি সভা আহবানে বাধ্য থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন সমিতিতে সরকারের এক তৃতীয়াংশ শেয়ার থাকিলে বা উক্ত সমিতি সরকারের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকিলে বা সমিতি কর্তৃক গৃহীত ঋণ পরিশোধের গ্যারান্টি সরকার প্রদান করিয়া থাকিলে নিবন্ধক বিশেষ সভা আহবানের পরিবর্তে উক্ত সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়ী সদস্যগণকে কারণ দর্শানোর সুযোগ দিয়া তাহাদেরকে কমিটি হইতে বহিষ্কার করিতে বা প্রয়োজনবোধে সম্পুর্ণ কমিটি ভাংগিয়া দিতে পারিবেন।

(২) উপধারা (১) এর অধীনে নির্দেশ দেওয়া সত্বেও ব্যবস্থাপনা কমিটি বিশেষ সাধারণ সভা আহবান না করিলে নিবন্ধক কারণ দর্শানোর যুক্তি সংগত সুযোগ দিয়া দোষী সদস্য বা সদস্যগণকে বহিষ্কার করিতে বা প্রয়োজনবোধে সম্পূর্ণ কমিটিকে ভাংগিয়া দিতে পারিবেন।

(৩) যে সমিতিতে সরকারের এক তৃতীয়াংশ শেয়ার আছে বা যে সমিতি সরকারের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছে বা যে সমিতি কর্তৃক গৃহীত ঋণ পরিশোধের গ্যারান্টি সরকার প্রদান করিয়াছে, সেই সমিতির বিষয়াবলী সরকার যে কোন সময় তদন্ত করিতে পারিবে এবং এইরূপ তদন্তে যদি দেখা যায় যে, সমিতির কাজ কর্ম এই আইন, বিধি বা উপ-আইন লংঘন করিয়া পরিচালিত হইয়াছে বা হইতেছে এবং উক্ত লংঘন সরকার প্রদত্ত ঋণ বা গ্যারান্টি বা সাধারণ সদস্যদের স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর তাহা হইলে সরকার কারণ দর্শানোর যুক্তি সংগত সুযোগ দিয়া সরকারের বিবেচনায় উক্ত লংঘনের জন্য দায়ী সদস্য বা সদস্যগণকে ব্যবস্থাপনা কমিটি হইতে বহিষ্কার করিতে বা সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনা কমিটি ভাংগিয়া দিতে পারিবে।

(৪) (সংশোধিত, ২০০২) এই ধারার অধীনে আহবানকৃত বিশেষ সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে বা উপধারা(১) এর শর্তাংশ অনুযায়ী বা উপধারা(২) বা(৩) অনুসারে ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন সদস্যকে বহিষ্কার করা হইলে বা উক্ত কমিটি ভাংগিয়া দেওয়া হইলে বহিষ্কৃত সদস্য বা ভাংগিয়া দেওয়া কমিটির সকল সদস্যকে নিবন্ধক পরবর্তী তিন বৎসরের জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটির

সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইবার অযোগ্য ঘোষণা করিতে পারিবেন।

(৫) এই ধারার অধীনে নিবন্ধক ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন সদস্যকে বহিষ্কার করিলে বা ব্যবস্থাপনা কমিটি ভাংগিয়া দিলে উক্ত সিদ্ধান্ত দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি উক্ত সিদ্ধান্ত প্রদানের ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত প্রদানকারী নিবন্ধকের পরবর্তী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বরাবরে আপীল করিতে পারিবে এবং এইরূপ সিদ্ধান্ত সরকার প্রদান করিয়া থাকিলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি সিদ্ধান্ত টি পুনঃবিবেচনার জন্য উক্ত সময়সীমার মধ্যে] সরকারের নিকট আবেদন করিতে পারিবে।

(৬) উপ-ধারা (৫) এর অধীনে পেশকৃত আপীল বা পুন:বিবেচনা আবেদনের উপরে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে এবং তদসম্পর্কে ধারা ৫৪ এর অধীন জেলা জজের নিকট বা অন্য কোন আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(৭) এই ধারার অধীনে কোন সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি ভাংগিয়া দেওয়া হইলে নিবন্ধক সমিতির ব্যবস্থাপনা নির্বাহের জন্য ও নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যে কোন ব্যক্তি বা সরকারী কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ৯০(নব্বই) দিনের জন্য সমিতির সদস্য বা সরকারী কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে অনধিক চার মাসের জন্য একটি অন্ত বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি নিয়োগ করিবেন।

(৮) অন্ত বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি দায়িত্ব গ্রহণের পর অনধিক ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যে বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিবে, এবং নির্বাচিত কমিটির নিকট অবিলম্বে দায়িত্বভার হস্ত ান্ত তর করিবে।

(৯) অন্ত বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি উপ-ধারা (৮) অনুসারে যথাসময়ে কার্যক্রম গ্রহণে ব্যর্থ হইলে নিবন্ধক উক্ত কমিটি বিলুপ্ত করিয়া নতুন অন্ত বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করিবেন।

২৩। **সমবায় সমিতির ঠিকানা**।- উপ-আইনে প্রত্যেক সমবায় সমিতির প্রধান কার্যালয়ের পূর্ণ ঠিকানা উলেখ থাকিবে এবং এই ঠিকানাা সকল নোটিশ প্রেরণসহ সব ধরণের যোগাযোগ রক্ষা করা হইবে, উক্ত ঠিকানার পরিবর্তন করিতে হইলে উপ-আইন সংশোধন করিতে হইবে।

২৪। **সমবায় সমিতি কর্তৃক সংরক্ষণযোগ্য রেজিষ্টার সমুহ**।- প্রত্যেক সমবায় সমিতি নি বর্ণিত রেজিষ্টার ও বহিসমুহ হালনাগাদ পুর্বক সংরক্ষণ করিবে:-

(ক) সদস্য রেজিষ্টার,;
(খ) শেয়ার রেজিষ্টার;
(গ) ডিপোজিট রেজিষ্টার, যদি প্রযোজ্য হয়;
(ঘ) লোন রেজিষ্টার, যদি প্রযোজ্য হয়;
(ঙ) ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা ও সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত রেজিষ্টার;
(চ) ক্যাশ বহি / রেজিষ্টার ;
(ছ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত বা নিবন্ধক কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য বহি ও রেজিষ্টার ।

২৫। **বার্ষিক উদ্বৃত্ত পত্র প্রকাশনা**।- প্রত্যেক সমবায় সমিতি নিরীক্ষক কর্তৃক পরীক্ষিত উদ্বৃত্তপত্র প্রতিবৎসর নির্ধারিত নিয়মে প্রকাশ করিবে।

২৬। **আমানত ও ঋণ গ্রহণ এবং ঋণ প্রদানের উপর বাধা নিষেধ**।- (১)সমিতি উহার সদস্য নহে এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে আমানত বা ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে, তবে এই আমানত বা ঋণের উর্ধ্বসীমা সাধারণ সভার অন্ ুমোদন অনুসারে হইবে।

(২) উপধারা (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, কোন সমবায় সমিতি কর্তৃক ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী প্রযোজ্য হইবে।
(ক) উহার সদস্য নহে এমন কোন ব্যক্তিকে ঋণ প্রদান করা যাইবেনা ;

(খ) উহার সদস্যগণকে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে উপ-আইনে ও বিধিতে বর্ণিত সীমা এবং পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে ।

(৩) কোন কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বা জাতীয় সমবায় সমিতি উহার সদস্যগণকে ঋণ প্রদান ও আমানত গ্রহণের জন্য গঠিত হইয়া থাকিলে উহা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতেও আমানত গ্রহণ করিতে এবং এইরূপ আমানতের অনধিক ৭৫% ঋণ আমানতকারীকে প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, -

(ক) ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন সদস্য সমবায় সমিতির সাধারণ সদস্য হিসাবে যেই ঋণ পাইবার অধিকারী উহার অতিরিক্ত কোন ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবেন না;

(খ) ধারা ১৯ এর উপ-ধারা(৩) এর অধীন সরকার কর্তৃক মনোনীত ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন সদস্য ঋণ পাইবার যোগ্য হইবেন না।

২৬ক। **(সংশোধিত,২০০২-নতুন)** ২৬ ক। **সরকার কর্তৃক আর্থিক সহায়তা প্রদান, ইত্যাদি**।- অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নির্ধারিত শর্তে সরকার

(ক) কোন সমবায় সমিতির শেয়ার ক্রয় করিতে পারিবে, এবং

(খ) কোন সমবায় সমিতিকে আর্থিক সহায়তা বা ঋণ প্রদান করিতে পারিবে।

২৭। **ঋণপত্র ইস্যুর ক্ষেত্রে নিবন্ধকের ক্ষমতা**।- কোন সমবায় সমিতি উহার তহবিল উন্নয়নের জন্য ঋণপত্র ইস্যু করিতে চাহিলে নিবন্ধকের অনুমতি সাপেক্ষে বিধিদ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

৫ম অধ্যায়

সমবায় সমিতিসমূহের বিশেষাধিকার

২৮। **নাম পরিবর্তন ও উহার প্রভাব**।- কোন সমবায় সমিতির নাম পরিবর্তন উক্ত সমিতি বা কোন সদস্য বা সাবেক সদস্য বা মৃত সদস্যের কোন অধিকার বা দায় কে প্রভাবিত করিবেনা এবং নাম পরিবর্তনের তারিখে অনিষ্পন্ন কোন মামলায় সমিতি পক্ষ থাকিলে সমিতির নতুন নামে মামলা চলিতে থাকিবে।

২৯। **Act IX of 1908 এর সীমিত প্রয়োগ**।- _Limitation Act, 1908 (Act IX of 1908) এ ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন সদস্যের নিকট সমিতির কোন পাওনা থাকিলে তাহা আদায়ের জন্য উক্ত ব্যক্তির জীবদ্দশায় যে কোন সময় মামলা রুজু করা যাইবে এবং তাহার মৃত্যু বা বহিষ্কারের ক্ষেত্রে উক্ত মৃত্যু বা বাহিষ্কারের তারিখ হইতে উক্ত Act এ বর্ণিত তামাদি মেয়াদ গণনা করিতে হইবে।

৩০। **চার্জ এবং সারচার্জ**।- কোন সমবায় সমিতি উহার এখতিয়ারভূক্ত এলাকার মধ্যে কোন সেবা বা সুবিধা সৃষ্টি করিলে উক্ত সুবিধা বা সেবার উপকারভোগী ব্যক্তির উপর সমিতি চার্জ বা সারচার্জ আরোপ এবং আদায় করিতে পারিবে।

৩১। **সদস্যেদের শেয়ার ও সুদের উপর দাবী এবং সমন্বয়**। - কোন সদস্য, সাবেক সদস্য বা মৃত সদস্যের নিকট কোন সমবায় সমিতির কোন পাওনা অপরিশোধিত থাকিলে উক্ত সমিতি উক্ত সদস্যের শেয়ার বাবদ প্রদত্ত অর্থ বা তাহার প্রদত্ত আমানত বা চাঁদা এবং তাহার অর্জিত সুদ হইতে সমিতির উহার পাওনা আদায় করিতে পারিবে।

৩২। **কতিপয় ফি ইত্যাদি রেয়াতের ক্ষমতা**।- (১) প্রচলিত অন্যান্য আইনে ভিন্নতর যাহাই কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৪৩(২) মোতাবেক ফি আদায়ের জন্য এবং ৫১ ও ৮১ ধারায় প্রদত্ত নির্দেশ বাবদ কোন অর্থ আদায়ের উদ্দেশ্যে Public Demands Recovery Act,1913 (Ben. Act III of 1913)এর অধীনে সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করা যাইবে এবং উহার জন্য কোন কোর্ট ফি প্রদান করিতে হইবে না।

(২) উক্ত ফি বা পাওনা আদায় বা রায় কার্যকর করার জন্য দেওয়ানী আদালতে ১০০/- (একশত) টাকার কোর্ট ফি দিয়া মামলা দায়ের করা যাইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সমবায় সমিতিসমুহের সম্পত্তি এবং তহবিলসমুহ

৩৩। **সমবায় সমিতির তহবিল বিনিয়োগ**।- সমবায় সমিতি উহার তহবিল নিম্নবর্ণিতভাবে বিনিয়োগ বা জমা রাখিতে পারিবে ঃ

(ক) কোন তফসিলী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আমানত হিসাবে, বা সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত সঞ্চয় পত্র বা অন্য কোন সিকিউরিটি আকারে;

(খ) সমিতির কাজ-কর্ম পরিচালনা বা ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় নহে এরূপ উদ্বৃত্ত থাকিলে উহার অনধিক ১০% অর্থ কোন কোম্পানীর শেয়ার, ডিবেঞ্চার বা অন্য কোন সিকিউরিটিতে ;

(গ) উক্ত সমিতি অন্য কোন সমবায় সমিতির সদস্য হইলে এবং দ্বিতীয়োক্ত সমিতির আমানত গ্রহণের ক্ষমতা থাকিলে, উহার নিকট আমানত আকারে।

৩৪। **মুনাফার বিনিয়োগ ও বন্টন**।-_(১)(সংশোধিত, ২০০২) প্রত্যেক সমবায় সমিতি প্রতি সমবায় বর্ষে উহার নীট_মুনাফা বা সুদ হইতে নিম্নে বর্ণিত পরিমাণের অর্থ সংরক্ষণ ও নিষ্পত্তি করিবে ঃ-

(ক) সংরক্ষিত তহবিল, ন্যূনতম ১৫%;

(খ) অর্থায়নকারী সমবায় সমিতি বা জমি বন্ধকী ব্যাংকের ক্ষেত্রে, তৎকর্তৃক প্রদত্ত ঋণ বা কুঋণ বা সন্দিগ্ধ ঋণ সংক্রান্ত দায় দায়িত্ব মিটানো বা ব্যয় নির্বাহের জন্য কুঋণ বা সন্দিগ্ধ ঋণ তহবিল বাবদ ১০%;

(গ) (সংশোধিত,২০০২) সমবায় উন্নয়ন তহবিলের চাঁদা ৩%ঃ

তবে এই ৩% এর মধ্যে ১% সমবায় সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণের জন্য সমবায় প্রশিক্ষণ একাডেমীসমুহের জন্য নির্দিষ্ট থাকিবে;"।

(ঘ) উপ- আইনে উলেস্নখিত অন্যান্য উদ্দেশ্যে সর্বাধিক ১০%;

(ঙ) অবশিষ্ট মুনাফা বা সুদ লভ্যাংশ আকারে সদস্যদের মাঝে বন্টন।

৩৫। **সমবায় সমিতির সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর বিধি-নিষেধ**।- কোন সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সাধারণ সভার অনুমতি ব্যতিরেকে ইহার স্থাবর সম্পত্তি এবং যন্ত্রপাতি বা যানবাহনের ন্যায় সম্পত্তি যাহা সমিতির মূলধনের অংশ তাহা বিক্রয়, বিনিময় বা পাঁচ বৎসরের অতিরিক্ত সময়ের জন্য ইজারা প্রদানের মাধ্যমে হস্ত ান্ত র করিতে পারিবে নাঃতবে শর্ত থাকে যে, কোন সমিতিকে সরকারী ঋণ, বিনিয়োগ, অগ্রিম অথবা অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা হইলে বা সরকারী গ্যারান্টি থাকিলে ঐ সকল সমিতি কর্তৃক উলিখিত বিক্রয়, বিনিময় বা ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে নিবন্ধকের লিখিত পূর্ব অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) উপধারা (১) এ উলিখিত শর্ত ভঙ্গ করিয়া কোন সমবায় সমিতির সম্পদ হস্ত ান্ত র করা হইলে দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ ন্যূনতম ৬(ছয়) মাস, তবে অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

সপ্তম অধ্যায়
সমবায় সমিতির সদস্যগণের বিশেষ সুবিধা ও দায় দায়িত্ব

৩৬। **সদস্যদের ভোট**।- (১) সকল শ্রেণীর সমবায় সমিতির প্রত্যেক সদস্য সমিতির কর্মকান্ডের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি মাত্র ভোট প্রয়োগের অধিকারী হইবেন; উক্ত ভোট ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হইয়া প্রয়োগ করিতে হইবে, প্রক্সির মাধ্যমে কোন ভোট দেওয়া যাইবেনা।

(২) ভোটে সমতা দেখা দিলে সভাপতির একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৩) প্রাথমিক সমবায় সমিতি ব্যতীত অন্যান্য সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে, একটি সদস্য সমিতি উহার বৈধ কোন সদস্যকে সদস্য-সমিতির প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিকে উহার প্রতিনিধি হিসাবে ভোটদানের জন্য মনোনয়ন দিতে পারিবে।

(৪) সদস্য সমিতির কোন ব্যক্তি উর্ধ্বতন সমিতির পক্ষে বা কর্মকান্ডে প্রতিনিধিত্ব করিবেন বা কিভাবে ভোট দিবেন সেই সম্পর্কে উপ-আইনে বিস্তারিত বিধান থাকিবে।

৩৭। **বকেয়া পাওনা পরিশোধ না করা পর্যন্ত সদস্যগণ অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবে না**।- কোন সদস্যের নিকট সমিতির চাঁদা বা শেয়ার বা সদস্যপদ সংক্রান্ত অন্য কোন পাওনা বকেয়া থাকিলে উহা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য তাঁহার অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন না।

৩৮। **শেয়ার অথবা সুদ ক্রোকযোগ্য হইবে না**।- অন্য কোন আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৩১ এর বিধান সাপেক্ষে, সমবায় সমিতির কোন সদস্যের নিকট উক্ত সমিতির প্রাপ্য নহে এমন কোন ঋণ বা দায় পরিশোধের জন্য আদালতের আদেশ বা ডিক্রি দ্বারা উক্ত সমিতিতে উক্ত সদস্যের শেয়ার বা অর্জিত সুদ ক্রোকযোগ্য হইবেনা বা উক্ত ডিক্রী বা আদেশ বলে শেয়ার বা সুদ বাবদ প্রাপ্য সম্পদ হইতে আদায়যোগ্য হইবেনা।

৩৯। **সাবেক ও মৃত সদস্যের দায়**।- কোন সদস্যের সদস্য পদের অবসান হইলে বা মৃত্যু হইলে এবং অবসান বা মৃত্যুর তারিখে সমবায় সমিতির নিকট তাঁহার কোন দায় দেনা অপরিশোধিত থাকিলে সদস্য পদ অবসান বা মৃত্যুর তারিখের পরবর্তী তিন বৎসরের মধ্যে উক্ত দেনা উক্ত সদস্যের রাখিয়া যাওয়া সম্পত্তি হইতে আদায়যোগ্য হইবে, যদি উলিখিত তিন বৎসরের মধ্যে সমবায় সমিতি ধারা ৫৫ মোতাবেক অবসায়নের আদেশ প্রদান করা হয়।

৪০। **গ্রহীতা মনোনয়ন**।- প্রাথমিক সমবায় সমিতির প্রত্যেক সদস্য এমন একজন একক ব্যক্তি (Individual) কে মনোনীত করিবেন যিনি সমিতির সদস্য নহেন এবং যিনি ঐ সদস্যের মৃত্যুর পর তাঁহার শেয়ার এবং তৎসংক্রান্ত যাবতীয় অধিকার ও দায় দায়িত্ব অর্জন করিবেন; এই ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কোন আইন প্রযোজ্য হইবেনা এবং উক্ত মনোনীত ব্যক্তি উক্ত সদস্যের মৃত্যুর পর সমিতিতে তাহার শেয়ার এবং তদসংক্রান্ত সকল অধিকার, অর্জন ও দায় দায়িত্ব বহন করিবেন।

৪১। **সদস্য পদ অবসায়নের ক্ষেত্রে শেয়ার, মুনাফা ইত্যাদি পরিশোধ**।- সমবায় সমিতির কোন সদস্য তাহারসদস্য পদ হারাইলে তাহার শেয়ার বাবদ অর্জিত মুনাফা বা সুদ উক্ত সদস্য বা তাঁহার মনোনীত ব্যক্তির নিকট করিতে হইবে।

৪২। **সমিতির ধারণকৃত কতিপয় জমির দখল এবং জমির স্বার্থ হস্ত ান্ত রে বাধা-নিষেধ**।- এই আইনের অন্য কোন ধারায় কিংবা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহাই থাকুক না কেন-

(ক) যেই সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য হইতেছে পতিত জমি পুনরুদ্ধার ও স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থাকরণ, অথবা জমি অর্জন করিয়া উহার সদস্যদের নিকট ইজারা দান করা, সেই সমিতির কোন সদস্য সমিতির নিকট হইতে ইজারা গৃহীত কোন জমির দখল বা স্বার্থ উহার উপ-আইন অনুসারে সমিতির পূর্বানুমতি গ্রহণ ব্যতীত কাহারও নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবেন না, এবং এই ধারার খেলাফ করিয়া হস্ত ান্ত র করা হইলে উক্ত হস্ত ান্ত র ফলবিহীন (void) হইবে ;

(খ) দফা (ক) তে উলিখিত সদস্যের সদস্যপদের অবসান হইলে এবং তাঁহার মনোনীত ব্যক্তি সমিতির সদস্য হইতে ইচ্ছুক বা যোগ্য না হইলে হইলে , উক্ত ইজারা প্রদত্ত জমি সমিতি ফেরত পাইবে, তবে উক্ত মনোনীত ব্যক্তি ইজারা বাবদ উক্ত সদস্য কর্তৃক পরিশোধিত মুল্য বা উহার বাজার মুল্য, যাহা বেশী হয়, ফেরত পাইবেন; তবে শর্ত থাকে যে,

(অ) বাজার মুল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত ই চূড়ান্ত হইবে এবং উক্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কোন আদালতে বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না;

(আ) সমিতির নিকট উক্ত সদস্যের কোন দেনা থাকিলে তাহা উক্ত বাজার মূল্য হইতে আদায়যোগ্য হইবে।

অষ্টম অধ্যায়

নিরীক্ষা, পরিদর্শন এবং তদন্ত

৪৩। **নিরীক্ষার ব্যাপারে নিবন্ধকের ক্ষমতা**।- (১) প্রত্যেক সমবায় সমিতির হিসাব পত্র প্রতি সমবায় বর্ষে অন্ত তঃ একবার নিরীক্ষা করার জন্য অধিদপ্তরের কোন কর্মচারীকে বা অন্য ব্যক্তিকে বা উক্ত সমবায় সমিতিকে অনুদান বা ঋণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মচারীকে নিবন্ধক ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন এবং নিরীক্ষক উক্ত সমিতির সকল সম্পদ ও হিসাবপত্র সহ অন্যান্য সকল রেজিষ্টার ও বহি নিরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(২) সমবায় সমিতি উহার হিসাবপত্র নিরীক্ষার জন্য বিধি মোতাবেক ফি প্রদান করিবে।

৪৪। **হিসাব পত্র লিপিবদ্ধ করাইবার ব্যাপারে নিবন্ধকের ক্ষমতা**।- যদি নিরীক্ষার সময় কোন সমবায় সমিতির সকল হিসাব হালনাগাদ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিরীক্ষক সমিতির খরচে উক্ত হিসাব পত্র লিপিবদ্ধ করাইতে পারিবেন।

৪৫। **নিরীক্ষার প্রকৃতি**। - ৪৩ ধারার অধীনে সম্পাদিত নিরীক্ষায় নিম্নোক্ত বিষয়াদি অন্ত র্ভূক্ত থাকিবে;

(ক) নগদ তহবিল ও নিরাপত্তা জামানত পরীক্ষা ;

(খ) আমানতকারী এবং পাওনাদারদের পাওনার স্থিতি এবং খাতকদের নিকট
সমিতির পাওনার পরিমাণ পরীক্ষা ;

(গ) মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ, যদি থাকে, পরীক্ষা ;

(ঘ) সমিতির সম্পদ ও দেনার মুল্যায়ন ;

(ঙ) আর্থিক লেনদেনসহ সমিতির লেনদেনসমুহ বিধি মোতাবেক নির্ধারিত সীমা পর্যন্ত পরীক্ষা ;

(চ) ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে প্রস্তুতকৃত হিসাব বিবরণী পরীক্ষা;

(ছ) আদায়কৃত লাভের প্রত্যয়ন ;

(জ) হালনাগাদ সদস্য তালিকা পরীক্ষা ;

(ঝ) বিধিদ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য বিষয় সমুহ ।

৪৬। **নিরীক্ষা প্রতিবেদন**। - নিরীক্ষক সমবায় সমিতির নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীর সহিত নিম্নোক্ত বিবরণীসহ একটি নিরীক্ষা প্রতিবেদন নিবন্ধক এবং উক্ত সমিতির নিকট দাখিল করিবেন ঃ-

(ক) এমন লেনদেন যাহা আইন, বিধিমালা বা উপ-আইনের পরিপন্থি বলিয়া তাহার নিকট প্রতীয়মান হয় ;

(খ) এমন লেনদেন যাহা হিসাবে অন্ত র্ভুক্ত হওয়া উচিৎ ছিল কিন্তু করা হয় নাই ;

(গ) কোন ঘাটতি অথবা লোকসান যাহা অবহেলা কিংবা অসদাচরণের ফলশ্রুতিতে ঘটিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় অথবা যাহার অধিক তদন্ত দরকার ;

(ঘ) সমিতির মালিকানাধীন কোন অর্থ অথবা সম্পত্তি যাহা কোন ব্যক্তি কর্তৃক আত্মসাৎ করা হইয়াছে বা বেআইনী বা প্রতারণামুলকভাবে অধিকারে রাখা হইয়াছে ;

(ঙ) সন্দেহজনক বা কুসম্পদ হিসাবে প্রতীয়মান হয় এমন সম্পদ;

(চ) নির্ধারিত অন্য কোন বিষয়।

৪৭। **দোষক্র টি সংশোধন**। - নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর প্রাথমিক সমবায় সমিতি ৪৫ দিন এবং অন্যান্য সমবায় সমিতি ৯০ দিনের মধ্যে উক্ত প্রতিবেদনে উলিস্নখিত দোষত্রুটি ও অনিয়মসমুহ সংশোধন করিবে এবং গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে নিবন্ধককে অবহিত করিবে।

৪৮। **নিবন্ধক ও অর্থ সরবরাহকারী সংস্থা কর্তৃক ঋণ গ্রহণকারী সমিতি পরিদর্শন**। - (১) কোন সমবায় সমিতি অর্থ সরবরাহকারী সংস্থা হইলে যে কোন সময় উহার কোন কর্মকর্তা বা ক্ষমতাপ্রদত্ত অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ইহার ঋণ গ্রহণকারী সমবায় সমিতির কার্যক্রম পরিদর্শন করাইতে পারিবে।

(২) নিবন্ধক বিধি দ্বারা নির্ধারিত ক্ষেত্রে ও পদ্ধতিতে যে কোন সমবায় সমিতির কার্যক্রম পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারার অধীন যে কোন পরিদর্শন প্রতিবেদনের কপি উক্ত সমিতি এবং নিবন্ধক কেও প্রদান করিতে হইবে।

৪৯। **নিবন্ধক কর্তৃক তদন্ত** । -(১)(সংশোধিত,২০০২) নিবন্ধক স্বয়ং অথবা তদ্‌কর্তৃক গঠিত কমিটি বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি সমবায় সমিতির কার্যক্রম নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে তদন্ত করিতে পারিবেন ঃ-

(ক) কোন সমবায় সমিতি যদি কোন অর্থ সরবরাহকারী সংস্থার সদস্য হয় বা উক্ত সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে এবং ঐ অর্থ সরবরাহকারী সংস্থা যদি উক্ত ঋণ সম্পর্কে ঋণগ্রহীতা সমিতির কার্যক্রম তদন্তে র জন্য আবেদন করে ;

(খ) ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের এক তৃতীয়াংশ সদস্য যদি কোন বিষয়ে তদন্তে র আবেদন করেন ;

(গ) সমিতির মোট সদস্যের ১০% যদি কোন বিষয়ে তদন্তের আবেদন করেন ;

(ঘ) সমিতির নিরীক্ষা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে যদি তদন্তের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় ;

(ঙ) মাঠ পর্যায়ে কর্মরত নিবন্ধকের অধঃস্ত ন কোন কর্মকর্তা যদি তদন্তের সুপারিশ করিয়া সুনির্দিষ্ট রিপোর্ট পেশ করেন।

(২) উপধারা(১) এর অধীনে প্রদত্ত তদন্ত আদেশে নিবন্ধক-

(ক) উক্ত উপ-ধারার দফা (ঘ) এবং (ঙ) তে বর্ণিত ক্ষেত্রে সমিতির বিগত দশ বৎসরের কার্যক্রম পরীক্ষার জন্য নির্দেশ দিতে

পারিবেন;

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রাপ্ত আবেদনে উলিস্নখিত বা তৎসংক্রান্ত বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৩) (সংশোধিত,২০০২) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার স্বতঃপ্রণোদিতভাবে অথবা কোন ব্যক্তি বা সমবায় সমিতির সদস্যের আবেদনের প্রেক্ষিতে সমবায় সমিতির কার্যক্রম তদন্তের নির্দেশ দিতে পারিবে এবং তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে, প্রয়োজনে, নিবন্ধককে ধারা ৮৪ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আদেশ দিতে পারিবে।]

নবম অধ্যায়
বিরোধ নিস্পত্তি

৫০। **নিবন্ধক কর্তৃক বিবাদ নিস্পত্তির পদ্ধতি**।- কোন সমবায় সমিতির নির্বাচনসহ উহার যে কোন কার্যক্রম পরিচালনা বা অবসায়ক কর্তৃক অবসায়ন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে উদ্ভূত কোন বিরোধে নিম্ন বর্ণিত কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ জড়িত থাকিলে উহা এই আইনের অধীনে একটি বিরোধ বলিয়া গণ্য হইবে, যথা:-

(ক) সমবায় সমিতি, ইহার ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন সদস্য, বা সমিতির এজেন্ট বা সমিতির অবসায়ক ; অথবা

(খ) সমিতির কোন সদস্য অথবা প্রাক্তন সদস্য বা মৃত সদস্যের মাধ্যমে স্বার্থ অর্জনকারী কোন ব্যক্তি; অথবা

(গ) সমিতির বর্তমান, বিগত বা মৃত সদস্যের জামিনদার, সদস্য হউক আর না হউক, অথবা সংশিস্নষ্ট সমিতির সংগে লেনদেনকারী কোন ব্যক্তি ; অথবা

(ঘ) অন্য যে কোন সমবায় সমিতি অথবা ঐ সমিতির অবসায়ক; অথবা

(ঙ) নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন সদস্য বা প্রার্থী যিনি নির্বাচনী ফলাফলে বিক্ষুব্ধ।

(২) উপধারা(১) এ উলিস্নখিত প্রতিটি বিরোধ সালিসকারীর নিকট লিখিতভাবে নিম্নবর্ণিত সময়সীমার মধ্যে পেশ করিতে হইবে, যথা:-

(ক) নির্বাচনের ক্ষেত্রে, নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ বা ঘোষণার পরবর্তী ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে;

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, উক্ত বিরোধের কারণ উদ্ভব হওয়ার পরবর্তী ১(এক) বৎসরের মধ্যে।

(৩) উপধারা(১) এ উলিস্নখিত বিরোধ নিস্পত্তির উদ্দেশ্যে নিবন্ধক, বিধি সাপেক্ষে, লিখিত আদেশ দ্বারা উপ সহকারী নিবন্ধক বা তদুর্ধ্ব কর্মকর্তাকে সালিসকারী হিসাবে নিয়োগ করিবেন।

(৪) এই ধারার অধীন সালিসকারী প্রদত্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে উহা প্রদানের ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে সংক্ষুব্ধ পক্ষ নিবন্ধক কর্তৃক নির্ধারিত আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করিতে পারিবেন।

(৫) এই ধারার অধীন সকল বিরোধ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিস্পত্তি করিতে হইবে।

৫১। **কতিপয় রায়ের কার্যকারিতা**।- কোন বিরোধে জামানত হিসাবে বন্ধক দেওয়া কোন সম্পদ জড়িত থাকিলে এই আইনের অধীনে প্রদত্ত রায়ের কার্যকারিতা দেওয়ানী আদালত কর্তৃক প্রদত্ত চূড়ান্ত মর্টগেজ ডিক্রী বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং তদনুযায়ী উহা বাস্তবায়ন করা যাইবে।

৫২। **বিরোধ সম্পর্কে জেলা জজের এখতিয়ার ও তৎসম্পর্কিত বাধা নিষেধ**।- (১) নিম্নবর্ণিত বিরোধগুলি এই আইন ও বিধি সাপেক্ষে জেলা জজের এখতিয়ারভূক্ত হইবেঃ

(ক) ধারা ৫০(৪) এর অধীনে নিস্পত্তিকৃত আপীলে কোন আইনগত প্রশ্ন জড়িত থাকিলে এবং আপীল কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত সিদ্ধান্তে উক্ত আইনগত প্রশ্নে সুস্পষ্ট ভুল থাকিলে এবং সেই কারণে ন্যায় বিচার বিঘ্নিত হইয়াছে বলিয়া উক্ত আপীলের কোন পক্ষ উক্ত সিদ্ধান্ত প্রদত্ত হওয়ার ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে আবেদন করিলে ;

(খ) ধারা ৫০তে উলিস্নখিত কোন বিরোধ বা আপীলে কোন জটিল আইনগত প্রশ্ন জড়িত থাকার কারণে সালিসকারী বা আপীল কর্তৃপক্ষ উক্ত বিরোধ বা ক্ষেত্রমত আইনগত প্রশ্নটি সুনির্দিষ্টভাবে উলেস্নখ করিয়া জেলা জজের নিকট প্রেরণ করিলে;

(২) উপধারা (১) এর অধীনে জেলা জজের নিকট কোন আবেদন দায়ের করা হইলে বা সালিসকারী বা আপীল কর্তৃপক্ষ কোন বিরোধ বা আপীল প্রেরণ করিলে এবং জেলা জজ উক্ত বিষয়ে আইনগত প্রশ্ন জড়িত আছে কিনা তৎসম্পর্কে প্রাথমিকভাবে সন্তুষ্ট হইলে বিষয়টি শুনানীর জন্য গ্রহণ করিবেন। অন্যথায় সংশিস্নষ্ট কারণ উলেস্নখ পূর্বক উক্ত আবেদন বা আইনগত প্রশ্নে উপধারা (১)(খ) এর অধীনে প্রেরিত বিষয় সরাসরি নাকচ করিবেন।

(৩) উপধারা (১)(খ) এর অধীনে সালিসকারী বা আপীল কর্তৃপক্ষ পত্রের মাধ্যমে সংশিস্নষ্ট পরিস্থিতি বর্ণনা ও সুনির্দিষ্ট আইনগত

প্রশ্নটি উলেস্নখপুর্বক সংশিস্নষ্ট নথি সহ জেলা জজের নিকট পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করিতে পারিবেন।

(৪) এই ধারার অধীনে উত্থাপিত আইনগত প্রশ্নটি জেলা জজ শুনানীর জন্য গ্রহণ করিলে তিনি উহা স্বয়ং নিস্পত্তির জন্য তাহার অধীনস্থ কোন অতিরিক্ত জেলা জজ বা সাব-জজের নিকট প্রেরণ করিতে বা উহা প্রত্যাহার করিয়া অনুরূপ অপর কোন বিচারকের নিকট প্রেরণ করিতে বা স্বয়ং নিস্পত্তি করিতে পারিবেন।

(৫) এই ধারার অধীন পেশকৃত আবেদন বা প্রেরিত বিরোধ বা আপীল নিস্পত্তির ক্ষেত্রে জেলাজজ, বা ক্ষেত্রমত অতিরিক্ত জেলা জজ বা সাব-জজ ।

(ক) শুধুমাত্র আইনগত প্রশ্নে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন না, ঘটনাগত প্রশ্নেও সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন, তবে আইনগত সিদ্ধান্ত প্রদানের সুবিধার্থে সংশিস্নষ্ট ঘটনাবলী বিবেচনা করিতে পারিবেন;

(খ) সংশিস্নষ্ট পক্ষগণকে ব্যক্তিগতভাবে বা উপযুক্ত প্রতিনিধি বা কোন কৌশলীর মাধ্যমে তাহাদের বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ দান করিবেন এবং উত্থাপিত আইনগত প্রশ্নে কোন পক্ষ নির্ধারিত তারিখে তাহাদের বক্তব্য উপস্থাপন না করিলেও নথিতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তাহার রায় প্রদান করিতে পারিবেন;

(গ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবেন এবং কোন বিষয়ে বিধি না থাকিলে তাহার বিবেচনামত যথাযথ যে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারিবেন।

(৬) এই ধারার অধীনে জেলাজজ, বা ক্ষেত্রমত, অতিরিক্ত জেলাজজ বা সাব-জজ কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তে র বিরুদ্ধে আপীল চলিবেনা বা উহা পুনরীক্ষণের (Review) আবেদন করা যাইবেনা।

(৭) উপধারা (১) এ উলিস্নখিত বিষয় বা এই আইনে সুনির্দিষ্টভাবে অনুমোদিত এমন কোন বিষয় ব্যতীত জেলাজজের নিকট বা অন্য কোন দেওয়ানী আদালতে এই আইনের অধীনে গৃহীত কোন কার্যক্রমের বৈধতা বা যথার্থতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবেনা, এবং বিশেষত ঃ নিম্ন বর্ণিত বিষয়ে উক্ত আদালতের কোন এখতিয়ার থাকিবে না ঃ-

(ক) কোন সমবায় সমিতির নিবন্ধন অথবা উহার উপ-আইন প্রণয়ন বা সংশোধন এর ব্যাপারে নিবন্ধক কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম বা প্রদত্ত সিদ্ধান্ত ;

(খ) কোন ব্যবস্থাপনা কমিটি বাতিল এবং উহার বাতিলের প্রেক্ষিতে সমিতির ব্যবস্থাপনা পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যক্রম ;

(গ) ধারা ৫০ অনুযায়ী সালিসকারীর নিকট প্রেরণযোগ্য কোন বিরোধ ;

(ঘ) কোন সমবায় সমিতির অবসায়ন বা উহার নিবন্ধন বাতিলের ব্যাপারে নিবন্ধকের সিদ্ধান্ত বা কার্যক্রম ।

(৮) কোন সমবায় সমিতি অবসায়ন কার্যক্রম চলাকালে সমিতির ব্যবসা সংশিস্নষ্ট কোন বিষয়ে এই আইন বা অন্য কোন আইনের অধীনে কোন মামলা বা আইনগত কার্যক্রম কিংবা অবসায়কের বির দ্ধে অথবা সমিতি কিংবা উহার কোন সদস্যের বিরুদ্ধে কোন মামলা বা অন্য কোনরূপ আইনগত কার্যক্রম শুর বা দায়ের করিতে হইলে নিবন্ধকের পুর্বানুমতির প্রয়োজন হইবে এবং এইরূপ অনুমতি ব্যতীত কোন আদালত উক্তরূপ কোন মামলা গ্রহণ করিবেনা।

দশম অধ্যায়
সমবায় সমিতিসমুহের অবসায়ন ও বিলুপ্তি

৫৩। **সমবায় সমিতির অবসায়নের আদেশ প্রদান**।- নিম্ন বর্ণিত ক্ষেত্রে নিবন্ধক বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কোন সমবায় সমিতির কার্যক্রম অবসায়নের জন্য সংশিস্নষ্ট কারণ উলেস্নখ পুর্বক লিখিতভাবে নির্দেশ দিতে পারেন, যদি-

(ক) ধারা ৪৩ এর অধীন সম্পাদিত নিরীক্ষা বা ধারা ৪৯ এর অধীন অনুষ্ঠিত তদন্তে র ভিত্তিতে, তিনি মনে করেন যে, উক্ত সমিতির অবসায়ন প্রয়োজন;

(খ) এতদুদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সমিতির বিশেষ সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যদের তিন চতুর্থাংশ সদস্যের সিদ্ধান্ত অনুসারে আবেদন করা হয়;

(গ) উক্ত সমিতির পর পর তিনটি সাধারণ সভায় কোরাম না হয় ;

(ঘ) উক্ত সমিতি নিবন্ধিত হওয়া সত্বেও বিধি দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উহার কার্যক্রম শুরু করা না হয়;

(ঙ) উক্ত সমিতির কার্যক্রম বিগত ১ (এক) বৎসর যাবৎ বন্ধ থাকে;

(চ) সমিতির পরিশোধিত শেয়ার মুলধন বা আমানত গ্রহণকারী সমিতির ক্ষেত্রে তৎকর্তৃক গৃহীত আমানতের পরিমাণ ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকার কম হইয়া যায়;

(ছ)এই আইন বা বিধিমালা বা উপ-আইনে উলিস্নখিত নিবন্ধন সংক্রান্ত কোন শর্ত ভংগ করা হয় ;

তবে শর্ত থাকে যে, দফা (ঙ) এবং (চ) এর ক্ষেত্রে নিবন্ধক যথাযথ মনে করিলে অবসায়ক নিয়োগ না করিয়া সমিতির নিবন্ধন সরাসরি বাতিল করিতে পারেন।

৫৪। **অবসায়ক নিয়োগ ও ব্যবস্থাপনা কমিটি অকার্যকর** ।- (১) ধারা ৫৩ এর অধীনে কোন সমবায় সমিতি অবসায়নের আদেশ প্রদান করা হইলে নিবন্ধক কোন ব্যক্তিকে সমিতির অবসায়ক নিয়োগ করিবেন এবং অনুরূপ ব্যক্তিকে অপসারণ করিতে, তাহার স্থলে অন্য ব্যক্তিকে নিয়োগ করিতে এবং অবসায়ন কার্যক্রম চলাকালে অবসায়কের নিকট অন্ত বর্তী রিপোর্ট চাহিতে পারিবেন।

(২) উপধারা (১) এর অধীনে অবসায়ক নিয়োগ হইলে ব্যবস্থাপনা কমিটি আর কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে না।

৫৫। **অবসায়কের ক্ষমতা** ।- (১) অবসায়ক তাহার নিয়োগের তারিখ হইতে সমিতির সমস্ত সম্পদ, সমিতির অধিকারভূক্ত যে কোন সামগ্রী, রেকর্ড পত্র এবং সমিতির ব্যবসা সম্পর্কীয় অন্যান্য দলিলাদি অবিলম্বে তাহার অধিকারে ও দখলে আনিবেন এবং সমিতির বিরুদ্ধে উত্থাপিত দাবী গ্রহণ করিবেন।

(২) বিধি সাপেক্ষে, অবসায়ক নিম্নবর্ণিত যে কোন কার্য করিতে এবং প্রয়োজনীয় আদেশ নির্দেশ দিতে পারিবেন ঃ-

(ক) সমিতির পক্ষে বা বিপক্ষে মামলা দায়ের ও পরিচালনা এবং অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ;

(খ) অন্য কোন কোন ব্যক্তি বা সমিতির সহিত বিদ্যমান বিরোধ আপোষ কিংবা মিমাংসার ব্যবস্থা করা ;

(গ) সমিতির বর্তমান, অতীত, কিংবা মনোনীত ব্যক্তি, উত্তরাধিকারী অথবা বৈধ প্রতিনিধির নিকট সমিতির পাওনা নির্ধারণ ও আদায়ের ব্যবস্থা করা;

(ঘ) অবসায়নের ব্যয় নির্ধারণ করা এবং সমিতির পরিসম্পদ পর্যাপ্ত না হইলে উক্ত ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে সদস্যদের দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করা ;

(ঙ) সদস্য, সাবেক সদস্য অথবা মৃত সদস্যদের এস্টেট সমুহ, মনোনীত ব্যক্তিবর্গ, উত্তরাধিকারী এবং আইনানুগ প্রতিনিধি কর্তৃক দফা (গ) ও (ঘ) তে বর্ণিত দাবী সমুহ সহ, সময়ে সময়ে তাহাদের প্রদেয় চাঁদা নির্ণয় করা;

(চ) সমিতির বিরুদ্ধে উত্থাপিত দাবী তদন্ত করা এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, দাবীদারদের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা;

(ছ) সমিতির বিরুদ্ধে উত্থাপিত দাবী সমুহ অবসায়নের আদেশের তারিখ পর্যন্ত সুদ সমেত যতদূর সম্ভব পরিশোধ করা ;

(জ) সমিতির সম্পদ আদায়, সংগ্রহ ও বন্টন সম্পর্কে বিবেচনামত প্রয়োজনীয় নির্দেশদান করা ; এবং

(ঝ) সমিতির দেনা পরিশোধ হওয়ার পর উদ্বৃত্ত, যদি থাকে, সদস্যদের সম্মতি অনুসারে তাহাদের মধ্যে বন্টন বা অন্যভাবে নিষ্পত্তি করা।

(৩) সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সদস্য, সমিতির সদস্য এবং সকল কর্মচারী অবসায়কের দায়িত্ব পালনে তাহাকে সকল প্রকার সহযোগিতা দিতে বাধ্য থাকিবেন।

৫৬। **অবসায়ক কর্তৃক ধার্যকৃত পাওনা পরিশোধের অগ্রাধিকার** ।- দেউলিয়া বিষয়ক আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭সনের সনের ১০নং আইন) এ ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন দেউলিয়ার নিকট অবসায়ন প্রক্রিয়াধীন সমিতির পাওনা থাকিলে উক্ত পাওনা সরকারী বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পাওনার পরবর্তী ক্রমমানে অগ্রাধিকার পাইবে।

৫৭। **অবসায়কের খাতাপত্র জমা করণ এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল** ।- যখন কোন সমবায় সমিতির অবসায়ন সম্পন্ন হয় তখন অবসায়ক নিবন্ধকের নিকট নির্ধারিত পদ্ধতিতে সমিতির রেকর্ডপত্র জমা দিবেন এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

৫৮। **অবসায়ন শেষে নিবন্ধন বাতিল করণে নিবন্ধকের ক্ষমতা** ।- অবসায়কের চূড়ান্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর নিবন্ধক সমিতির নিবন্ধন বাতিল করার আদেশ দিতে পারিবেন, এবং এইরূপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির পূর্বে যে কোন সময় কারণ উলেখপূর্বক অবসায়ন কার্যক্রম বন্ধ রাখিয়া সমিতির অস্তি ত্ব বহাল রাখিতে পারিবেন।

একাদশ অধ্যায়
জমি বন্ধকী ব্যাংক, কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাংক এবং জাতীয় সমবায় সমিতির জন্য বিশেষ বিধানাবলী

৫৯। **সদস্যের বন্ধকী ঋণ পরিশোধে জমি বন্ধকী ব্যাংকের ক্ষমতা**। -_ (১) কোন জমি বন্ধকী ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাংকের কোন সদস্য তাহার গৃহীত ঋণ পরিশোধের জন্য কোন জমি বা অন্য কোন স্থাবর সম্পত্তি অন্য কোন ব্যক্তির নিকট বন্ধক রাখিলে উক্ত ব্যাংক উক্ত সদস্যের ঋণ বা উহার অংশ বিশেষ পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১) এর উদ্দেশ্য পুরণকল্পে উক্ত ব্যাংক উক্ত সদস্যের পাওনাদারের নিকট এই মর্মে নোটিশ ইস্যু করিতে পারিবে যে, তিনি যেন উক্ত ঋণ বাবদ নোটিশে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উহাতে উলিখিত অর্থ গ্রহণ করেন; উক্ত ব্যাংক কর্তৃক এইরূপে নোটিশ জারী বা উহাতে প্রদত্ত নির্দেশের ক্ষেত্রে Transfer of Property Act, 1882 (Act IV of 1882) এর ধারা ৮৩ বা ৮৪ এর বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) যে ব্যক্তির উপর অনুরূপ নোটিশ জারী করা হইবে তিনি উক্ত ব্যাংক কর্তৃক প্রস্তাবিত পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবেন; কিন্তু যেই ক্ষেত্রে বন্ধকদাতা এবং অনুরূপ ব্যক্তির মধ্যে ঋণের পরিমাণ সম্পর্কে মতভেদ সৃষ্টি হয় কিংবা যেই ক্ষেত্রে উক্ত সদস্যের পাওনা অপেক্ষা কম অর্থ পরিশোধের প্রস্তাব করে, সেই ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক প্রস্তাবিত অর্থ গ্রহণ সত্বেও ঐ ব্যক্তি তাহার দাবীকৃত বকেয়া আদায় করিবার জন্য অন্যান্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৪) যদি কোন পাওনাদার অনুরূপ নোটিশ অনুযায়ী অর্থ গ্রহণে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে নোটিশ জারীর পরবর্তী নোটিশে উলিখিত অর্থ বাবদ সুদ প্রদেয় হইবে না।

৬০। **বন্ধকদাতার বন্ধকী জমির হস্ত ান্ত রের উপর বাধা নিষেধ** ।- (১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জমি বন্ধকী ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাংকের অনুকূলে বন্ধক দলিল সম্পাদনের পর উক্ত ব্যাংকের অনুমতি ব্যতীত বন্ধক দাতা-

(ক) তাহার বন্ধকী দেনা পরিশোধের জন্য বন্ধকী সম্পত্তি বা শেয়ার অন্যত্র হস্ত ান্ত র বা বন্ধক রাখিতে পারিবেন না; বা

(খ) বন্ধকী সম্পত্তি বা ব্যাংকে তাহার শেয়ারকে পরবর্তী পাঁচ বৎসরের মধ্যে চার্জযুক্ত করিতে পারিবেন না।

(২) উপধারা (১) এর অধীনে কোন জমি বন্ধকী ব্যাংক অনুমতি দিতে ইচ্ছুক হইলে উক্ত ব্যাংক যে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের

সদস্য উহার অনুমতি বা যে অর্থ সরবরাহকারী সংস্থার নিকট প্রথমোক্ত ব্যাংকের দেনা আছে উহার পূর্বানুমতি গ্রহণ করিবে।

৬১। **বন্ধক দাতার দেউলিয়াত্ব সত্ত্বেও বন্ধক অক্ষুন্ন।**- দেউলিয়া বিষয়ক আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সনের ১০নং আইন) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন কোন সম্পত্তি জমি বন্ধকি ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাংকের নিকট বন্ধক রাখা হইলে, বন্ধক দাতা উক্ত আইনের অধীনে দেউলিয়া ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও উক্ত বন্ধকের বৈধতা সম্পর্কে এমন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না যে, অন্যান্য পাওনাদারের তুলনায় উক্ত ব্যাংকের অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য অথবা যথাযথ পণ ব্যাতিরেকেই বন্ধক রাখা হইয়াছে বা উক্ত বন্ধক সরল বিশ্বাসে রাখা হয় নাই।

৬২। **আদলতের হস্ত ক্ষেপ ব্যতীত বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষমতা।**- আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেই ক্ষেত্রে কোন সম্পত্তির বিক্রয় ও দখল হস্ত ান্ত রের ক্ষমতা স্পষ্টভাবে কোন সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাংক, কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাংক অথবা জাতীয় সমবায় সমিতিকে কোন বন্ধকী দলিলের মাধ্যমে প্রদান করা হয়, সেই ক্ষেত্রে অনুরূপ বন্ধকের আওতায় কোন কিস্তি যেদিন প্রদেয় হয় ঐদিন তাহা সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ করা না হইলে, অবস্থা বিশেষে উক্ত ব্যাংক অথবা সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি আদালতের হস্ত ক্ষেপ ব্যতীত বন্ধকী সম্পত্তির দখল গ্রহণ, উহা বিক্রয় করার এবং বিক্রিত সম্পত্তির দখল ক্রেতাকে হস্ত ান্ত র করার ক্ষমতা থাকিবে; এবং এইরূপ ক্ষমতার কারণে উক্ত ব্যাংক বা সমিতির অন্যান্য আইনগত প্রতিকার ক্ষুন্ন হইবেনা।

৬৩। **বিক্রয় কর্মকর্তা নিয়োগ।**- ধারা ৬২ এর বিধান বাস্তবায়নের সুবিধার্থে খাতক ব্যাংক বা সমিতির আবেদনক্রমে, নিবন্ধক, কোন বিক্রয় কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে একজন বিক্রয় কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং উক্ত কর্মকর্তা বিধি ও নিবন্ধকের নির্দেশ সাপেক্ষে বিক্রয় কার্য সম্পন্ন করিবেন এবং নিবন্ধকের নিকট সময় সময় তাহার কার্যক্রম সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান করিবেন।

৬৪। **স্বার্থ সংশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি নোটিশ প্রদান।**- ধারা ৬২ তে অর্পিত ক্ষমতা বলে জমি বন্ধকী ব্যাংক, কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাংক বা জাতীয় সমবায় সমিতি, উহার প্রাপ্য বকেয়া অর্থ আদায়ের উদ্দেশ্যে নিম্ন বর্ণিত ব্যক্তির প্রতি নোটিশ প্রদান করিবে, যথা ঃ-

(ক) বন্ধক দাতা;

(খ) এমন কোন ব্যক্তি যাহার বন্ধকী সম্পত্তিতে স্বার্থ আছে অথবা উহাতে কোন দাবী আছে অথবা উক্ত সম্পত্তি উদ্ধারের ব্যাপারে স্বত্ব আছে এবং যিনি উক্ত ব্যাংক অথবা সমিতিকে অনুরূপ স্বার্থ অথবা দাবী সম্পর্কে পুর্বে লিখিতভাবে অবহিত করিয়াছেন;

(গ) উক্ত অর্থ অথবা উহার অংশ বিশেষ প্রদানের জন্য কোন জামিনদার; এবং

(ঘ) বন্ধকদাতার কোন পাওনাদার, যিনি বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য একটি ডিক্রী লাভ করিয়াছেন।

৬৫। **বিক্রয় এবং বিক্রয় পদ্ধতির জন্য আবেদন।**-(১) ধারা ৬৪ এর অধীনে নোটিশ জারী করার তারিখ হইতে তিনমাস উত্তীর্ণ হইবার পর যদি বন্ধকের বকেয়া অর্থ প্রদান না করা হয়, তাহা হইলে উক্ত ব্যাংক অথবা সমিতি উক্ত নোটিশে উলিখিত কোন ব্যক্তি কর্তৃক উহাতে উলিখিত মেয়াদের মধ্যে ধারা ৬৩ এর অধীনে নিযুক্ত বিক্রয় কর্মকর্তা সমীপে তাহার দাবী উত্থাপন করিতে এবং বন্ধকী সম্পত্তি অথবা উহার অংশ বিশেষ বিক্রয়ের জন্য আবেদন করিতে পারিবে ।

(২) ধারা ৬৩ এর অধীনে নিযুক্ত হওয়ার ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যে বিক্রয় কর্মকর্তা বিক্রয় কার্য শেষ করিবেন, তবে সংশিষ্ট ব্যাংকের বা সমিতির বা উক্ত কর্মকর্তার আবেদনক্রমে নিবন্ধক অবস্থা বিশেষে উক্ত মেয়াদ আরো নব্বই দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

৬৬। **জমাদানের মাধ্যমে বিক্রয় বাতিলের আবেদন।**- (১)এই অধ্যায়ের অধীনে কোন সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাংক, কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাংক বা জাতীয় সমবায় সমিতির নিকটে বন্ধক হিসাবে প্রদত্ত কোন সম্পত্তি বিক্রয় করা হইলে বিক্রয় কর্মকর্তা উক্ত বিক্রয় এবং বিক্রয়মুল্য সম্পর্কে ধারা ৬৪ তে উলিখিত ব্যক্তিদের নিকট একটি নোটিশ প্রেরণ করিবেন, উক্ত নোটিশে নিম্ন বর্ণিত বিষয়াদি উলেখ করিতে হইবে ঃ-

(ক) দফা (খ), (গ) এবং (ঘ) তে উলিখিত অর্থ জমা প্রদানের এবং উক্ত সম্পত্তির বিক্রয় বাতিল আবেদনের সময়সীমা ;

(খ) সম্পত্তির বিক্রয়মুল্য ;

(গ) ব্যাংক অথবা সমিতি কর্তৃক বিক্রয় ঘোষণায় বিনির্দিষ্ট অর্থসহ সম্পত্তিটির বিক্রয় কার্যের জন্য উক্ত ব্যাংক বা সমিতি কর্তৃক ব্যয়িত খরচ, যদি হয় এবং তদবাবদ প্রাপ্য সুদ;

(ঘ) উক্ত বিক্রয় মুল্যের শতকরা পাঁচ ভাগের সমপরিমাণ ক্ষতিপুরণ যাহা ক্রেতাকে প্রদান করা হইবে যদি ক্রেতা উক্ত বিক্রয় মুল্য জমা দিয়া থাকেন।

(২) উপধারা(১) অনুসারে নোটিশে উলেখিত অর্থ জমা দিয়া উক্ত উপধারায় উলিখিত ব্যক্তি বিক্রয় বাতিলের আবেদন করিলে উক্ত বিক্রয় ৬৭ ধারা অনুসারে বাতিলযোগ্য হইবে।

৬৭। **বিক্রয় বাতিল ও নিশ্চিতকরণ।** - (১) ধারা ৬৬ অনুযায়ী বিক্রয় বাতিলের আবেদনের জন্য নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে বিক্রয় কর্মকর্তার কার্য বিবরণী, বিক্রয়ের ফলাফল এবং উক্তরূপ কোন আবেদন করা হইলে উহার বিস্তারিত বিবরণ নিবন্ধক সমীপে একটি প্রতিবেদন আকারে পেশ করিবেন।

(২) নিবন্ধক উক্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর -

(ক) যে ক্ষেত্রে ৬৬ ধারার অধীনে কোন আবেদন এবং উক্ত ধারায় বিনির্দিষ্ট অর্থ আবেদনকারী কর্তৃক জমা করা হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে বিক্রয় বাতিল করিয়া একটি আদেশ প্রদান করিবেন এবং অবস্থা বিশেষে, উক্ত ব্যাংক অথবা সমিতিকে ৬৬(খ) ধারার অধীনে জমাকৃত অর্থ ক্রেতাকে ফেরত দেওয়ার জন্য বিক্রয় কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিবেন; এবং

(খ) যেই ক্ষেত্রে উক্তরূপ কোন আবেদন না করা হয় অথবা যদি আবেদন পেশ হওয়া সত্ত্বেও উক্ত ধারা অনুযায়ী বিনির্দিষ্ট অর্থ

আবেদনকারী কর্তৃক জমাদান না করা হয় সেই ক্ষেত্রে বিক্রয় নিশ্চিত করিয়া একটি আদেশ প্রদান করিবেন।

(৩) উপধারা (২) মোতাবেক বিক্রয় নিশ্চিত করণের আদেশ প্রদান করা হইলে বিক্রয় চূড়ান্ত হইবে।

৬৮। **বিক্রয়লব্দ অর্থ বন্টন এবং কতিপয় দাবীর ক্ষেত্রে বাধা।**- নিবন্ধক ৬৭ ধারার অধীনে আদেশ দ্বারা কোন বিক্রয় চূড়ান্ত করা কালে নির্দেশ দিবেন যে, বিক্রয়লব্দ অর্থ কি রূপে বিতরণ করা হইবে ঃ

প্রথমতঃ অবস্থা বিশেষে বিক্রয় কর্মকর্তা, জমি বন্ধকী ব্যাংক, কেন্দ্রীয় অথবা জাতীয় সমবায় সমিতিকে উহার প্রাপ্য যাবতীয় খরচ ও চার্জ প্রদান করিতে হইবে, যাহা উক্ত কর্মকর্তা, ব্যাংক অথবা সমিতি উক্ত বিক্রয় বা বন্ধকের সুত্রে খরচ করিয়াছে বা অন্য কোনভাবে পাওয়ার অধিকারী হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ অবশিষ্টাংশ, যদি থাকে, বন্ধকদাতাকে তাহার পাওনা সাপেক্ষে প্রদান করিতে হইবে ;

তৃতীয়তঃ অতঃপর অবশিষ্ট অংশ যদি থাকে, বিক্রিত সম্পত্তির মুল্য মালিককে প্রদান করিতে হইবে।

৬৯। **ক্রেতাকে সার্টিফিকেট প্রদান এবং সাব-রেজিষ্ট্রার কর্তৃক অন্ত র্ভূক্তকরণ।** - (১) এই অধ্যায়ের অধীনে কোন বিক্রয় চূড়ান্ত হইলে, নিবন্ধক একটি নির্দিষ্ট ফরমে বিক্রিত সম্পত্তির বর্ণনা করিয়া এবং বিক্রয়কালে ক্রেতা হিসাবে ঘোষিত ব্যক্তির নাম উলেখ করিয়া একটি সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন, এবং অনুরূপ সার্টিফিকেটে বিক্রয় চূড়ান্ত হইবার দিন তারিখ উলেখ থাকিবে।

৭০। **ক্রেতাকে সম্পত্তি হস্ত ান্ত র।**- নিবন্ধক ধারা ৬৯ এর অধীনে সার্টিফিকেট ইস্যু করিবার পর ক্রেতার আবেদনের প্রেক্ষিতে তাহাকে সম্পত্তির দখল হস্ত ান্ত র করিবেন এবং দখল হস্ত ান্ত র সম্পন্ন হইলে তৎবিষয়ে নির্ধারিত ফরমে ও পন্থায় এবং মেয়াদকালের মধ্যে একটি সার্টিফিকেট ইস্যু করিবেন।

৭১। **বন্ধকী জমি ক্রয়ে সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাংক, কেন্দ্রীয় সমিতি ইত্যাদির অধিকার।**- এই অধ্যায়ের অধীনে বিক্রীত বন্ধকী সম্পত্তি জমি বন্ধকী ব্যাংক, কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি এবং জাতীয় সমবায় সমিতি ক্রয় করিতে পারিবে, কিন্তু অনুরূপভাবে ক্রয় করা সম্পত্তি উক্ত ব্যাংক অথবা সমিতি নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে বিক্রয় করিবে।

৭২। **ক্রেতার স্বত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।**- ধারা ৬২ এর অধীনে কোন সম্পত্তি বিক্রয় করা হইলে এবং ধারা ৬৭(২)(খ) এর অধীনে উক্ত বিক্রয় চূড়ান্ত করা হইলে বন্ধকদাতা অথবা তাহার কোন উত্তরাধিকারী বা তাহার নিকট হইতে স্বার্থ অর্জনের দাবীদার অন্য কোন ব্যক্তি ক্রেতার স্বত্ব সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারিবেন না।

৭৩। **রিসিভার নিয়োগ।**- (১) ধারা ৬২ এর অধীনে বিক্রয় ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে হইলে নিবন্ধক উপধারা (২) এর বিধানাবলী সাপেক্ষে-

(ক) অবস্থা বিশেষে, জমি বন্ধকী ব্যাংকের আবেদনের প্রেক্ষিতে বন্ধকী সম্পত্তির উৎপাদন ও আয়ের জন্য একজন রিসিভার নিয়োগ করিতে পারিবেন;

(খ) বন্ধকদাতার আবেদনের প্রেক্ষিতে যথাযথ মনে করিলে উক্ত রিসিভারকে অপসারণ করিতে পারিবেন; এবং

(গ) রিসিভারের শূন্য পদ পূরণ করিতে পারিবেন।

(২) বন্ধকী সম্পত্তি ইতোমধ্যে আদলত কর্তৃক নিযুক্ত একজন রিসিভারের দখলে থাকিলে সেই ক্ষেত্রে নিবন্ধক কোন রিসিভার নিয়োগ করিবেন না।

৭৪। **রিসিভারের খরচ, পারিশ্রমিক এবং দায়িত্ব** । - (১) উক্ত রিসিভার বিধিমালা অনুসারে, জমি বন্ধকী ব্যাংক, বা ক্ষেত্রমত, কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি অথবা জাতীয় সমবায় সমিতির সহিত আলোচনাক্রমে নিবন্ধক কর্তৃক নির্ধারিত ব্যবস্থাপনা ব্যয় এবং পারিশ্রমিক গ্রহণ করার অধিকারী হইবেন।

৭৫। **বন্ধকী সম্পত্তি বিনষ্ট অথবা জামানত অপর্যাপ্ত হইলে জমি বন্ধকী ব্যাংকের ক্ষমতা।**- যেই ক্ষেত্রে জমি বন্ধকী ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সমবায় সমিতিকে প্রদত্ত বন্ধক বা জামানত অপর্যাপ্ত এবং উক্ত ব্যাংক বা সমিতি বন্ধক দাতাকে জামানত পর্যাপ্ত করার নিমিত্ত অতিরিক্ত জামানত প্রদানের জন্য যুক্তিযুক্ত সুযোগদানের পরেও বন্ধকদাতা ব্যর্থ হয়, সেই ক্ষেত্রে সম্পর্ণ ঋণ অবিলম্বে বকেয়া হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং উক্ত ব্যাংক অথবা সমিতি এই অধ্যায়ের অধীনে উহা আদায়ের নিমিত্ত বিধিমালা মোতাবেক বন্ধকদাতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার অধিকারী হইবে।

ব্যাখ্যাঃ- এই ধারার অধীনে জামানত অপর্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে, যদি বন্ধকী সম্পত্তির বর্তমান মুল্য বকেয়ার পরিমাণ অপেক্ষা বেশী না হয়, এবং এই মুল্য নির্ধারণের বিষয়ে বিধি ও উপ-আইন প্রযোজ্য হইবে।

৭৬। **নিলাম ক্রয়ে জমি বন্ধকী ব্যাংক কেন্দ্রীয় ও জাতীয় সমিতির কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ।**- এই অধ্যায়ের অধীনে কোন স্থাবর অথবা অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ে, কোন জমি বন্ধকী ব্যাংক, কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন সদস্য বা কর্মচারী এবং কোন বিক্রয় কর্মকর্তা অথবা অনুরূপ বিক্রয় সম্পৃক্ত কোন দায়িত্ব পালনে সংশিষ্ট কোন ব্যক্তি প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে, ব্যক্তিগতভাবে, কোন নিলাম ক্রয় করিতে অথবা অনুরূপ সম্পত্তিতে কোন ক্রয়জনিত স্বার্থ অর্জন অথবা স্বার্থ অর্জনের উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

৭৭। **কতিপয় দলিল নিবন্ধনের জন্য ব্যক্তিগতভাবে হাজির হওয়া হইতে অব্যাহতি।**- Registration Act, 1908 (Act XVI of 1908) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন জমি বন্ধকী ব্যাংক অথবা প্রাথমিক বা জাতীয় সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির

সদস্য বা কর্মচারীকে উক্ত ব্যাংক বা সমিতির পক্ষে কোন দলিল সম্পাদনের কর্তৃত্ব দেওয়া হইলে উহা নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে রেজিষ্ট্রেশন অফিসে হাজির না হইলেও চলিবে ; তবে উক্তরূপ সম্তাদনের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য সাব-রেজিষ্ট্রার প্রয়োজনীয় তথ্য তলব করিতে পারিবেন।

৭৮। **স্বত্ব নিয়োগ অথবা হস্ত ান্ত র সত্বেও টাকা, ইত্যাদি গ্রহণে জমি বন্ধকী ব্যাংকের ক্ষমতা।-** কোন জমি বন্ধকী ব্যাংক, কর্তৃক কোন কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি অথবা জাতীয় সমিতির নিকট কোন বন্ধকের স্বত্ব নিয়োগ অথবা হস্ত ান্ত র করা সত্বেও উক্ত কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সমবায় সমিতির সম্মতিক্রমে স্বত্ব নিয়োগকারী বা হস্ত ান্ত রকারী ব্যাংক বা সমিতির বন্ধক বাবদ প্রাপ্য বকেয়া অর্থ আদায় করিতে এবং প্রয়োজনে এ অধ্যায় অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

দায়িত্ব সমুহ বলবৎকরণ এবং বকেয়া অর্থ আদায়

৭৯। **রেকর্ডপত্রাদি উপস্থাপন সহ সাক্ষীর হাজিরা বলবৎ করণ।-** (১) নিবন্ধক এবং বিধি সাপেক্ষে, একজন নিরীক্ষা কর্মকর্তা, সালিসকারী, অবসায়ক বা অষ্টম অধ্যায়ের অধীনে তদন্ত পরিচালনাকারী কোন ব্যক্তি এই আইনের উদ্দেশ্য পুরণকল্পে-

(ক) সংশিষ্ট পক্ষসমুহকে এবং তাহার বিবেচনামত সংশিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তিকে সমনজারী করিয়া হাজির হওয়ার নির্দেশ প্রদান করিতে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন;

(খ) উক্ত ব্যক্তি জিজ্ঞাসার জবাবে তাহার জানামতে সত্য তথ্য প্রদানে বাধ্য থাকিবেন;

(গ) সমিতির যে কোন হিসাব বহি, ক্যাশ ও অন্যান্য দলিল ও সম্পদ পরিদর্শন করিতে পারিবেন;

(ঘ) সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যসহ সকল কর্মচারী প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) উপধারা (১) অধীনে প্রদত্ত কোন নির্দেশ বা জারীকৃত সমন অনুযায়ী সংশিষ্ট ব্যক্তি দায়িত্ব পালন না করিলে বা হাজির না হইলে বা উক্ত উপধারা অনুসারে কোন ব্যক্তির অসহযোগিতার কারণে পরিদর্শন সম্ভব না হইলে নিবন্ধক দায়ী ব্যক্তির বিরোদ্ধে গ্রেফতারী বা ক্ষেত্রমত তলাশী পরোয়ানা ইস্যুর জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আবেদন কারিতে পারিবেন।

(৩) উপধারা(২) এর অধীনে প্রাপ্ত আবেদন বিবেচনান্তে ম্যাজিষ্ট্রেট গ্রেফতার বা তলাশি পরোয়ানা ইস্যু করিতে পারিবেন।

৮০। **শর্তসাপেক্ষে ক্রোকের নির্দেশ দানের ক্ষমতা।-** (১) নিবন্ধকের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোন ব্যক্তি বা সমবায় সমিতি উদ্দেশ্যমূলকভাবে নবম, দশম, একাদশ বা দ্বাদশ অধ্যায়ের আওতায় জারীকৃত কোন নির্দেশ বাস্ত বায়ন, নিস্ফল বা বিলম্ব করিবার অভিপ্রায়ে তাহার বা উহার যাবতীয় সম্পত্তি বা কোন অংশ হস্ত ান্ত র করিতেছে, অথবা সংশিষ্ট নিবন্ধকের স্থানীয় অধিক্ষেত্রের বাহিরে হস্ত ান্ত র করিতেছে, তাহা হইলে নিবন্ধক উক্ত সম্পত্তি অথবা উহার সংশিষ্ট অংশ ক্রোকের এবং তাহার বিবেচনামত পর্যাপ্ত জামানত প্রদানের নির্দেশ দিতে পারিবেন; এবং উক্ত জামানত দেওয়া হইলে ক্রোকের আদেশ প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

(২) উপধারা (১) অধীনে প্রদত্ত ক্রোকের আদেশ দেওয়ানী আদলতের ক্রোকের আদেশের মত একইরূপ আইনগত মর্যাদা ও ফলবিশিষ্ট হইবে।

৮১। **বকেয়া পাওনা পরিশোধের জন্য নির্দেশদানের ক্ষমতা।-** নবম অধ্যায়ে যাহা কিছুই উলেখ থাকুক না কেন যে কোন সমবায় সমিতি বা অর্থ সরবরাহকারী সংস্থার নিকট হইতে গৃহীত ঋণ আদায়ের জন্য উক্ত সমিতি বা সংস্থার লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে নিবন্ধক বা বিধিদ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন কর্মকর্তা সংশিষ্ট খেলাপী সমিতি বা উহার সদস্য বা জামিনদারকে উক্ত ঋণ পরিশোধের নির্দেশ দিতে পারিবেন।

৮২। **মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করিয়া গৃহীত ঋণের জন্য শাস্তি ।-** সমবায় সমিতি বা উহার ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন সদস্য যদি ভুয়া জামানত বা বন্ড বা বিবৃতি দিয়া বা চুক্তি সম্তাদন করিয়া ঋণ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে নিবন্ধক উক্ত ঋণের দ্বিগুণ পরিমাণ জরিমানা দায়ী ব্যক্তির উপর আরোপ করিতে পারিবেন; এইরূপ জরিমানা ফৌজদারী আদালত কর্তৃক আরোপিত অর্থ দন্ডের ন্যায় একই পদ্ধতিতে আদায় করা যাইবে; তবে এইরূপ জরিমানা আরোপের কারণে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারী ও দেওয়ানী প্রতিকার লাভের জন্যও ঋণদাতার অধিকার ক্ষুন্ন হইবেনা।

৮৩। **তহবিল তছরূপ ইত্যাদির শাস্তি ।-** (১) ধারা ৪৬ এর অধীন প্রাপ্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদন বা ধারা ৪৯ এর অধীন প্রাপ্ত তদন্ত প্রতিবেদন বা অবসায়কের কোন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে নিবন্ধক যদি সন্তুষ্ট হন যে, কোন সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন সদস্য বা সমিতির কোন সদস্য বা কর্মচারী -

(ক) ইচছাকৃতভাবে এই আইন বা বিধি বা উপ-আইনের বিধান ভঙ্গ করিয়া কোন অর্থ প্রদান করিয়াছেন বা প্রদানের ক্ষমতা অনুমোদন করিয়াছেন ;

(খ) ইচছাকৃতভাবে এমন আদেশ প্রদান করিয়াছেন যাহার ফলে সমিতির কোন ক্ষতি হইয়াছে ;

(গ) ইচছাকৃতভাবে সমিতির কোন অর্থ হিসাব বহিতে অন্ত র্ভুক্ত করেন নাই ; বা

(ঘ) সমিতির অর্থ আত্মসাত করিয়াছেন বা প্রতারণামূলকভাবে সমিতির কোন সম্পত্তি আটকাইয়া রাখিয়াছেন,

তাহা হইলে নিবন্ধক বিষয়গুলি সুনির্দিষ্টভাবে তদন্ত করিবেন।

(২) উপধারা (১) এর অধীন তদন্ত কালে সংশিষ্ট সদস্য বা কর্মচারীকে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে শুনানীর সুযোগ দিবেন এবং পরিস্থিতি অনুসারে যথাযথ মনে করিলে উক্ত উপধারায় উলিখিত ক্রটি সংশোধন বা আত্মসাৎকৃত অর্থ বা সম্পদ

সমিতিকে ফেরত বা উক্ত সদস্যের আদেশ বা কর্মকান্ডের ফলে উদ্ভূত ক্ষতিজণিত ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ পালনে সংশিষ্ট সদস্য বা কর্মচারী বাধ্য থাকিবেন, এবং উহা পালনে ব্যর্থতা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৩(তিন) বৎসর কারাদন্ড বা আত্মসাৎকৃত অর্থের বা, ক্ষেত্রমত, ক্ষতিসাধিত সম্পদের মূল্যের দ্বিগুন পরিমাণ অর্থ দন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন ।

৮৪. **নিবন্ধকের দায়িত্ব সম্পাদনের ক্ষমতা।** - (১) এই আইনের অন্যান্য ধারায় ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন, বিধিমালা বা উপ-আইনের অধীনে কোন সমবায় সমিতি কর্তৃক কোন বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন হওয়া সত্বেও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হইলে-

(ক) এই আইন, বিধি বা উপ-আইনে উলিখিত সময়ের মধ্যে ; বা

(খ) অনুরূপ কোন সময়ের উলেখ না থাকিলে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রকৃতি ও পরিধি বিবেচনাক্রমে নিবন্ধক কর্তৃক ইস্যুকৃত নোটিশে উলিখিত সময়ের মধ্যে, উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি বা সংশিষ্ট ব্যক্তিকে শুনানীর একটি সুযোগ দান করতঃ নিবন্ধক প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারেন; এইরূপ নির্দেশপালনে উক্ত কমিটি, বা ক্ষেত্রমত সদস্য বা ব্যক্তি বাধ্য থাকিবেন।

(২) উপধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ লংঘনের জন্য জরিমানা সহ নিবন্ধক প্রতিদিনের জন্য অনধিক ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা সমিতির তহবিলে জমাদানের জন্য লংঘনকারীকে নির্দেশ দিতে পারেন; উক্ত জরিমানা দেওয়া না হইলে উহা Public Demand Recovery Act, 1913 (Ben. Act 111 of 1913) এর অধীনে public demand হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

৮৫। **কতিপয় ত্রুটির জন্য সমিতি ইত্যাদির কার্যাবলী বাতিল হইবে না।**- (১) সমিতির সংগঠন অথবা ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন কিংবা কার্যক্রম পরিচালনায় কিংবা কোন কর্মকর্তা বা অবসায়কের নিয়োগে অথবা নির্বাচনে অযোগ্যতার কারণে পরবর্তীতে উদ্ভূত ত্রুটির জন্য কোন সমবায় সমিতি অথবা ব্যবস্থাপনা কমিটি বা কোন কর্মকর্তা বা অবসায়ক কর্তৃক সরল বিশ্বাসে কৃত কার্যাবলী অবৈধ বলিয়া বিবেচনা করা যাইবে না।

(২) এই আইনের অধীনে নিয়োগকৃত কোন ব্যক্তির দ্বারা সরল বিশ্বাসে সম্পাদিত কোন কাজ শুধুমাত্র এই অজুহাতে অবৈধ হইবে না যে, পরবর্তীতে তাহার নিয়োগ বাতিল করা হইয়াছে বা এই আইনের অধীনে জারীকৃত আদেশের ফলে অকার্যকর হইয়াছে ।

(৩) এই ধারার উদ্দেশ্যপুরণকল্পে কোন সমিতি পরিচালনার কোন কাজ সরল বিশ্বাসে সম্পাদন করা হইয়াছে কি- না , নিবন্ধক তাহা সিদ্ধান্ত দিতে পারেন।

৮৬। **অপরাধ আমলে গ্রহণ, ইত্যাদি**।- (১) Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন দন্ডনীয় অপরাধ অ-আমলযোগ্য(non- cognizable) অপরাধ হইবে।

(২) নিবন্ধক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ ছাড়া কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারের জন্য গ্রহণ করিবে না।

৮৭।

সমিতির খাতাপত্র / বইসমূহ রেকর্ডভুক্তির প্রমাণ।- (১) সমবায় সমিতির কোন রেজিষ্টার বা বইয়ে অন্ত র্ভূক্ত কোন বিষয়, সমিতির স্বাভাবিক কার্যক্রম চলাকালে লিপিবদ্ধ হইলে এবং বিষয়টি নির্ধারিত নিয়মে সত্যায়িত করা হইলে, কোন মামলা বা আইনগত কার্যক্রমে উক্ত বিষয়ের প্রাথমিক প্রমাণ হিসাবে সত্যায়িত অনুলিপি গৃহীত হইবে।

(২) কোন সমবায় সমিতির অবসায়ন সম্পন্ন হইয়া থাকিলে উক্ত সমিতির রেকর্ডপত্র অধিদপ্তরের যে কর্মকর্তার নিকট গচ্ছিত থাকে তিনি উক্ত সমিতির প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন সদস্য বা কোন প্রাক্তন কর্মচারী বা প্রাক্তন অবসায়ক কোন মামলার পক্ষ বা আসামী না হইলে তাহাকে উক্ত মামলায় উক্ত সমিতির কোন বিষয়ে কোন নথিপত্র উপস্থাপনের জন্য বা কোন বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য তলব করা যাইবেনা, তবে এতদবিষয়ে আদালতের সুনির্দিষ্ট আদেশ থাকিলে তাহাকে তলব করা যাইবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়
বিবিধ

৮৮। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।- (১)সরকার, এই আইনের উদ্দেশ্য পুরণকল্পে সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) এইরূপ বিধিতে এই মর্মে বিধান থাকিতে পারে যে, কোন ব্যক্তি উহা লংঘন করিলে তিনি অনধিক ৬(ছয়) মাস কারাদন্ডে বা ৫০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা অর্থ দন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৮৯। **দায়মুক্তি**। - এই আইনের অধীনে নিবন্ধক বা তাহার অধীনস্থ কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন ব্যক্তির বির্ণদ্ধে তৎকর্তৃক সরল বিশ্বাসে সম্পাদিত হইয়াছে এইরূপ কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্হ হইলে বা উহার সম্ভাবনা থাকিলে, তজ্জন্য এই আইন অনুযায়ী ব্যতীত অন্য কোন ভাবে কোন মামলা বা আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা

যাইবেনা।

৮৯ক (সংশোধিত, ২০০২-নতুন)_**ক্ষমতা অর্পণ**।- অত্র আইনে অর্পিত হয় নাই এইরূপ যে কোন দায়িত্ব ও ক্ষতা সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নিবন্ধককে অর্পণ করিতে পারিবে।]

৯০। **বাতিল এবং সংরক্ষণ**।- (১) The Co-operative Societies Ordinance, 1984 (Ordinance 1 of 1985), অত:পর উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উলিখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্বেও ঃ-

(ক) উক্ত অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত বিধিমালা, এই আইনের সহিত সংগতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে এই আইনের অধীনে প্রণীত বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) উক্ত অধ্যাদেশের অধীন প্রদত্ত নিবন্ধন, অর্পিত ক্ষমতা, জারীকৃত নোটিশ, প্রদত্ত নিয়োগ, আদেশ নির্দেশ, গৃহীত অবসায়ন কার্যক্রম, এই আইনের সহিত সংগতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এই আইনের প্রদত্ত, অর্পিত জারীকৃত বা অবসায়িত বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) উক্ত অধ্যাদেশের অধীনে রুজুকৃত কোন বিরোধ (dispute), বা আপীল বা জেলাজজের নিকট দায়েরকৃত বা অন্য আদালতে দায়েরকৃত কোন মামলা এইরূপে অব্যহত থাকিবে যেন এই আইন প্রণীত হয় নাই।